

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৮

অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৬

ইসলামে বিনোদন ব্যবস্থা: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ

ফারুক হোছাইন*

Recreation in Islam: A Preliminary Analysis

Abstract

Islam is a balanced way of life which acknowledges the natural temperament of human being. All the injunctions and rulings of Islam are both simply easy and elegantly mannered. As it encompasses all aspects of human life, it has paid special importance to the sound growth of human beings both spiritually and physically. To that ends, it has provided proper guidelines regarding recreation which plays a crucial role with regard to the mental growth of human being. An introduction to recreation, attitudes of Islam towards recreation, its parameter, characteristics and principles of recreational activities allowed by Islam, and various types and ways of recreation in the time of Rasul (S.) and Sahaba Kiram (R.) have been presented in this article. The article has mainly been accomplished in descriptive and analytical manner. After reading this article, people would understand all the recreations which are approved by Islam. Besides this, they would be inspired to practice sound and superb recreational activities and encouraged to avoid all the shameless and nude steps that run in the society under the aegis of recreation.

Keywords: Recreation; Islam and Recreation; Smile; Joke; Music.

সারসংক্ষেপ

ইসলাম মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল পরিপূর্ণ একটি জীবনবিধান। এর বিধানাবলি যেমন সহজ-সাবলীল, তেমনি তা সূচী রুচি সম্পন্নও বটে। এ ব্যবস্থা মানবজাতির দেহ ও মনের সুস্থ বিকাশ সাধনে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। যারই প্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাশাপাশি চিন্তা বিনোদনের ব্যাপারেও সঠিক ও যথার্থ নির্দেশনা পেশ করেছে। অত্র প্রবন্ধে বিনোদনের পরিচয়, এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলাম প্রদত্ত বিনোদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি, এর সীমারেখা এবং রাসূল স. ও সাহাবা কিরাম রা.-এর সময়কালে বিনোদনের বিভিন্ন ধরন-পদ্ধতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধটি মূলত বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক ধারায় সম্পন্ন

করা হয়েছে। প্রবন্ধটি থেকে ইসলাম অনুমোদিত বিনোদনের বিবরণ জানার পাশাপাশি সুস্থ ও রুচিশীল বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড চর্চা এবং বিনোদনের নামে সমাজে প্রচলিত নানা অশ্লীল ও অনৈতিক কাজকর্ম পরিহার করার অনুপ্রেরণা পাওয়া যাবে।

মূলশব্দ: বিনোদন; ইসলাম ও বিনোদন; হাসি; কৌতুক; সংগীত।

ভূমিকা

ইসলাম মানবজাতির জন্যে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থার নাম। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে রয়েছে ইসলাম প্রদত্ত সুন্দর, শাস্ত ও কল্যাণময় পথ নির্দেশনা। যেগুলো একদিকে যেমন মানবকল্যাণধর্মী, অন্যদিকে তা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব ও চাহিদার অনুকূলে। এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সাথে যেমন সম্পৃক্ত, তেমনিভাবে তা তার আধ্যাত্মিক জীবনকেও পরিপূর্ণ করে তোলে। এ অমোঘ বিধান তার জীবনকে যাবতীয় অশুচি, অসুন্দর ও অশালীন কথা, কাজ ও পরিবেশ থেকে পরিচ্ছন্ন, শালীন ও নির্মল করে তোলে। তবে ইসলাম মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ সর্বক্ষেত্রে একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। মানুষ দুঃখ-যন্ত্রণা ও নানা প্রতিকূলতায় যেমন মানসিক চাপ অনুভব করে, তেমনিভাবে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে একটু খুশি ও আমোদিত হয়ে মানসিক চাপমুক্ত হয়। দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হওয়া কিংবা কারো মৃত্যুতে শোকার্ত হওয়া মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা। ইসলাম এটিকে অস্বীকার করে না; বরং নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চললে ইসলামের দৃষ্টিতে এটি বৈধ। অন্যদিকে খুশি বা আনন্দ প্রকাশেও ইসলাম সীমা ঠিক করে দিয়েছে, যা মেনে চলা একজন মুমিনের ঈমানের দাবি। এক কথায়, মানব জীবনের আদি-অন্ত সবকিছুর ব্যাপারেই সুন্দর নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। এ হিসেবে মানুষের চিন্তা বিনোদনের বিষয়টিও ইসলামে উপেক্ষিত নয়; বরং বিনোদন ব্যবস্থা সম্পর্কে ইসলাম মানব জাতির জন্যে খুবই সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ রীতিনীতি শিক্ষা দিয়েছে, যা নিঃসন্দেহে সুস্থ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিনোদনের ব্যাপারে আমাদের সমাজে পরস্পর বিরোধী দুটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে। কেউ কেউ এর প্রায়জনীয়তাকে অস্বীকার করেন এ যুক্তিতে যে, এতে অহেতুক মানুষের মূল্যবান সময়ের অপচয় হয় এবং তা মানুষের মাঝে নানারকম অন্যায়ে ও অশালীন প্রবণতা সৃষ্টি করে, ক্ষেত্রবিশেষে তা মানব চরিত্রকে কলুষিত করে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে নিয়ে যায়। এ কারণে বিনোদন মানুষের জন্যে কোনো মতেই উপকারী কিংবা প্রয়োজনীয় হতে পারে না। বিপরীত পক্ষে দ্বিতীয় ধারণা মতে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড- মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতায় বিনোদনমূলক উপায়-উপকরণ গ্রহণ ও চর্চা বড়ই উপকারী, অনেক সময় তা মানুষের সামগ্রিক সুস্থতা ও জীবনের ভারসাম্য রক্ষায় আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

* মুহাদ্দিস, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

বর্তমানে বিনোদনের ব্যাপারে অনেক বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন পরিলক্ষিত হয়। বিনোদনের নামে এমন অনেক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়, যা একদিকে যেমন নীতি-নৈতিকতা পরিপন্থী, তেমনিভাবে তা ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিকও। এতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নানা অনাচার ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রচলন ঘটে। সমাজে বহুরকম অরাজকতা ও অশালীনতার সয়লাব হয়ে যায়। তার কুপ্রভাবে মনুষ্যত্ব, মানবিকতা ও লজ্জাবোধ সমাজ থেকে লোপ পায়। সাথে সাথে তা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে স্বস্তি, শান্তি ও নির্মলতার পরিবর্তে নানা অশান্তি, অস্থিরতা ও অবিশ্বাসের বীজ বপিত হয়। বিনোদনের নামে এ সব অনৈতিক কাজের চর্চার ফলে পারিবারিক জীবনে নেমে আসে আস্থাহীনতা ও অশান্তির কালোছায়া। ছিন্ন হয়ে যায় পারিবারিক বন্ধন। যুব সমাজ হয়ে উঠে মেধাহীন ও জ্ঞান চর্চার মহান ব্রত থেকে বিচ্যুত। এ কারণে একজন মুসলিম ব্যক্তির উচিত, কোন্ ধরনের বিনোদন ব্যবস্থা তার জীবনকে সুন্দর, শালীন ও শান্তিময় করবে, দূর করবে মনের আশান্তি, অস্থিরতা এবং জীবনকে করে তোলাবে গতিময় তা যথার্থভাবে অবগত হওয়া, পক্ষান্তরে কোন্ ধরনের বিনোদন চর্চায় তার জীবনে নেমে আসবে অশান্তির অমানিশা তাও অবগত হওয়া উচিত। এক কথায় বিনোদনের ব্যাপারে ইসলাম উপস্থাপিত দিক-নির্দেশনা ও বিধি-বিধান জানার মাধ্যমেই সম্ভব অসুস্থ ও রুচিহীন বিনোদনের করালগ্রাস থেকে নিজেকে এবং গোটা সমাজকে রক্ষা করা। সাথে সাথে সুস্থ ধারার বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড চর্চার মাধ্যমে জীবনের অবসাদ, ক্লান্তি ও হতাশা বিদূরিত করে জীবনকে সুখময় করা যায়। এর মাধ্যমে মানুষ সর্বপ্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সজাগ ও সচেতন থাকতে পারে। সর্বোপরি ইসলাম প্রদত্ত বিনোদনের উপায়গুলো চর্চার মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবনকে সুস্থ ও সবল রেখে তাঁরই ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে। বর্ষমাণ প্রবন্ধে বিনোদনের পরিচয়, মানুষের জীবনে বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা, সীমারেখা ও মূলনীতি প্রভৃতি বিষয় তোলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিনোদনের অর্থ

আভিধানিক দৃষ্টিতে ‘বিনোদন’-এর বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, সানন্দে যাপন^১, কষ্ট অপনোদন, আমোদিত করণ^২, তুষ্টি সাধন^৩ ইত্যাদি। ইংরেজিতে

১. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *বাঙ্গলা অভিধান সংসদ* (ঢাকা: সাহিত্য সংসদ সূচনা চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ৫০৫
 ২. এস.কে. আহমদ, *জয় আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: জয় বুকস ইন্টারন্যাশন্যাল, আশাঢ়: ১৩৯৮ সন), পৃ. ৬৬২
 ৩. ড. এনামুল হক, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১২ইং), পৃ. ৮৭৭

বিনোদন বোঝাতে একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, Diversion [চিত্ত বিনোদন], Recreation [বিশ্রাম-বিনোদন], Sport [ক্রীড়া-কৌতুক]^৪

আরবীতে বিনোদনকে تفریح বলা হয়।^৫ এর মূল অর্থ আনন্দ দান। মানুষ জীবন পরিক্রমায় নানাবিধ কাজ ও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাকে একটু বিশ্রাম বা আনন্দ উপভোগ করতে হয়। এভাবে কঠোর পরিশ্রমান্তে আত্মাকে সতেজকরণ ও নবশক্তি দানই হলো বিনোদন।^৬ আরবী ভাষায় বিনোদন বুঝাতে ترويح শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। এটি (روح) শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো আত্মা। সুতরাং বলা যায়, বিনোদন আত্মার সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়, যার মাধ্যমে তৈরি হবে আত্মার প্রশান্তি, মনের সতেজতা, হৃদয়ে কর্মোদ্দীপনা, যা মানব মনের ক্লান্তি ও উদ্বেগ-উৎকর্ষা দূর করে, অবসন্ন মনকে প্রফুল্ল ও আমোদিত করে।^৭

গবেষকগণ বিনোদনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. An activity that diverts the mind from tedious concerns.

“যা মানব মনকে ক্লান্তিমুক্ত করে উদ্বেগ-উৎকর্ষা দূর করার মাধ্যমে মনকে প্রফুল্ল ও আমোদিত করে।”^৮

২. — الترويح هو نشاط اختياريّ ممتع للفرد يمارس في أوقات الفراغ

“বিনোদন হলো, ব্যক্তি অবসর সময়ে চর্চা করে এমন উপভোগ্য ইচ্ছামূলক কর্মতৎপরতা।”

৩. — الترويح: إدخال السرور على النفس وتجديد نشاطها بوسائل اللهو والترفيه المباحة

“বিনোদন হলো, খেলাধুলা ও আনন্দ উপভোগের বৈধ উপায়ে আত্মাকে আনন্দিত করা ও মনে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা।”

৪. الترويح: حسن الاستثمار لوقت فراغ الانسان مما يحقق له الانتعاش والسعادة وتجديد الطاقة العقلية والحسدية —

৪. Oxford Advanced Learners Dictionary.

৫. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান *আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: দারুল হিকমা, তারিখ বিহীন), পৃ. ৭০৮

৬. Refreshment after toil. (Oxford Learners Favourite Dictionary- Md. Rahim Ullah. পৃ. নং-৭১৪)

৭. আরবীতে বিনোদন বোঝাতে الرفاهية، الترفيه، والاستجمام প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৮. <http://en.oxforddictionaries.com.diversion.01.01.2012>

“মানুষের অবসর সময়কে এমন সুন্দরভাবে কাজে লাগানো, যা তার মাঝে শারীরিক ও চিন্তাগত নতুন শক্তি সঞ্চয় এবং প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।”^{১০}

উপর্যুক্ত ৩য় সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, বিনোদনের যে সব ব্যবস্থা বা উপায় অবলম্বন বৈধ নয়, তা বিনোদন হতে পারে না। যেমন, সেসব বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, যা ব্যক্তির নিজের বা সামাজিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যা দ্বারা বিনোদনের যে আসল উদ্দেশ্য তা অর্জিত হয় না।

অতএব, যে সব কর্মকাণ্ডে মনের অস্থিরতা বাড়ে, মানুষ হৃদয়হীন হয় অথবা দায়িত্ব পালনে অনগ্রহী হয়ে পড়ে কিংবা কর্মস্পৃহা হারিয়ে নেতিবাচক চিন্তায় জড়িয়ে পড়ে, তা বিনোদন হতে পারে না।

বিনোদনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বিনোদন মানব জীবনের প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। তা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবি। এতে ব্যক্তির কাজে গতি ফিরে আসে, মানসিক চাপ কমে এবং জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে। মানুষ কাজের ফাঁকে ফাঁকে যদি একটু আনন্দ বা বিনোদন লাভ করতে পারে, তাহলে তার পুরো জীবনটাই আনন্দময় হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন কাজের ভারে নানাভাবে জর্জরিত হয়ে অশান্ত ও অস্থির হয়ে উঠে, তখন তা তার জীবনকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলে। তাই অবসর সময়ে নির্ধারিত সীমারেখা মেনে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের চর্চা করা মানুষের জন্যে খুবই দরকার। এক কথায়, মানুষের প্রশান্ত ও আনন্দ আহ্লাদপূর্ণ জীবনযাপনে সুস্থ বিনোদনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য জীবের চেয়ে মানুষের রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আকুল ও মেধা মানুষকে করেছে অনন্য। বুদ্ধি ও চেতনায়, রুচি ও বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য সৃষ্টির ওপর মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

(ولقد كرّمنا بني آدم وحمّلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً)

নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।^{১০}

১০. ড. নূর বিনতু হাসান আবদুল হালিম, আত্ তারবীহ, (দামেশক: দারুল হাফিজ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৫

মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা যে 'আকুল' তথা বোধশক্তি দান করেছেন, সে মেধা ও বিবেক-বুদ্ধিকে বিকাশ করতে হলে প্রয়োজন সুস্থ রুচিসম্পন্ন ও মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল বিনোদন। সুন্দর বিনোদন ব্যবস্থা মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে অনেকাংশে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সুস্থ ধারার বিনোদন মানুষের আত্মিক, মানসিক ও শারীরিক চাহিদার মাঝে সমন্বয় সাধন করে। মানুষ যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে সবল ও সুস্থ না হয়, তাহলে তার জীবনে নানা অসংগতি ও বৈপরীত্য দেখা দিতে পারে। এ কারণেই মানব জীবনে বিনোদন প্রয়োজন, যা তার এ কর্মময় জীবনকে গতিশীল রাখবে। সাথে সাথে তা এনে দিবে আত্মার প্রশান্তি, বিবেকের সুস্থতা ও সচলতা এবং শারীরিক নিরাময়তা। একজন মুমিন ব্যক্তি যেন তার জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ করে চলে সাজায়, এ জন্যে রাসূলুল্লাহ স. মানুষকে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। রাসূল স. তাঁর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনিল 'আছ রা. কে লক্ষ্য করে বললেন:

فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لروحك عليك حقاً، وإن لزواجك عليك حقاً

নিশ্চয় তোমার শরীরের জন্য তোমার ওপর হক আছে, তোমার আত্মার জন্য তোমার ওপর হক আছে আর স্ত্রীর জন্য তোমার ওপর হক আছে।^{১১}

উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, পরিবার-পরিজনের প্রতি যেমন ব্যক্তির দায়দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি নিজ দেহ ও আত্মার প্রতিও কিছু কর্তব্য তার ওপর অর্পিত আছে। দেহের যত্ন নেয়া, অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতি থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রক্ষা করা, শরীরকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দেয়া- এসব কিছুই শরীরের হক হিসেবে গণ্য। অন্যদিকে আত্মাকে আনন্দ ও প্রফুল্ল রাখা, অহেতুক দুশ্চিন্তা ও উৎকর্ষা থেকে মুক্ত রাখা আত্মার হকের মধ্যে পড়ে। কারণ, দুঃখ ও বিষণ্ণতা, উদ্বেগ-উৎকর্ষা ব্যক্তিকে গতিহীন করে, নানাবিধ হতাশা ও আশঙ্কায় জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। তাই প্রয়োজন সুস্থ বিনোদনের, যা মানুষের মাঝে প্রসন্নতা এনে দেবে। এ ক্ষেত্রে রাসূল স. এর শিখানো নিম্নের দু'আটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. ইরশাদ করেন:

اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن

হে আল্লাহ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি।^{১২}

^{১০}. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

^{১১}. বুখারী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, আস্ সহীহ (দেওবন্দ: আল্ মাক্তাবাতুল ইসলামিয়াহ), কিতাবুস সাওম, খ. ১, পৃ. ২৬৫, হা. নং-১৯৭৫

^{১২}. বুখারী, আস্-সহীহ, কিতাবুদ দা'ওয়াত, হা. নং- ৬৩৬৩

সুতরাং সুস্থ ও নির্মল বিনোদন মানুষের জন্য অত্যাবশ্যিক, যে বিনোদন ব্যবস্থায় থাকবে খুশি ও আনন্দ প্রকাশে শালীনতা, আনন্দ-আহ্লাদ ও খুশি কিংবা রসাত্মক কথামালার মাধ্যমে অবসর সময় উপভোগ ও উদযাপনের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা। সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে মানুষের একগুঁয়েমি ভাব দূর হয় এবং তা মানুষকে সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন উদার ব্যক্তিরূপে গড়ে তুলে। সুস্থ বিনোদন চর্চার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চিন্তাভাবনায় ইতিবাচক দিক সৃষ্টি হয়, হরেক রকম অশুভ ও অশালীন কাজের প্রবণতা দূর হয়। এক কথায়, মানুষের কর্মময় এ জীবনে আত্মিক সজীবতার জন্য বিশ্রাম ও বিনোদন খুবই প্রয়োজন। আজকাল মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের সুস্থতার জন্য আনন্দ ও চিন্তা বিনোদনকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও আনন্দ ও চিন্তা বিনোদনকে ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেছেন, চিন্তা বিনোদন, হাসি-খুশি ও প্রফুল্লতা বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, হাসি ও প্রফুল্লতা এমন এক অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া, যার ফলে মুখের ১৫টি মাংসপেশি একই সময়ে সংকুচিত হয় এবং দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ঘটে। এছাড়াও মানুষ যখন হাসি ও প্রফুল্লতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করে, তখন শরীরের রক্তপ্রবাহ দ্রুত সঞ্চালিত হয়, যার কারণে রক্তে এড্রেনালিন বেড়ে যায়। ফলে মানুষ সজীবতা ও আনন্দ অনুভব করে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, মানুষ মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও আবেগের ভারসাম্যহীনতার কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়।^{১৩} এ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য বিনোদনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

বিনোদনের ধরন-প্রকৃতি

বিনোদন বা আনন্দ উপভোগ মানুষ নানারূপ ও ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে করে থাকে। কখনো তা হয় ক্রীড়া-কৌতুকে। আবার কখনো হয় অন্য রূপে। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সকলের একই রকম নয়। নানা স্বাদ ও রুচি মানুষের মাঝে বিরাজ করে। মনের আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ একটি আপেক্ষিক বিষয়। কেউ কোন জিনিস দেখে কিংবা সম্পাদন করে আনন্দ লাভ করে। আবার কারো কাছে হতে পারে একই জিনিসটি দুঃখ ও বেদনার। সুস্থ রুচিবোধের অভাবে মানুষ অনৈতিক কাজেও আনন্দ উপভোগ করলে তা কিন্তু বিনোদন নয়; বরং তা হলো বিনোদনের নামে এক প্রকার নৈরাজ্য। বিনোদনের বহুবিধ মাধ্যম এমন রয়েছে, যা আত্মার প্রশান্তি ও মনের স্থিরতা বয়ে আনে না; বরং তা মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে মানুষকে মানসিকভাবে

^{১৩} দ্র. মানিক নূরুল ইসলাম, “আবেগ ও হৃদরোগ”, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার, “স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম” (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৭)

অস্থির করে তোলে। সাথে সাথে দেহ-মনও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এতে মানুষ হয়ে পড়ে নীতিহীন। জীবনে নেমে আসে নানা রকম অবক্ষয়। প্রশান্তির পরিবর্তে অস্থিরতা পেয়ে বসে। এ রকম কর্মকাণ্ড কোন মতেই বিনোদন হতে পারে না। বিনোদন হবে এমন, যা মনকে প্রফুল্ল করে অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিরতা ডেকে আনে, ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীকরণে সহায়ক হয় এবং কাজ-কর্মে চাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনে। মানুষ জন্মের পর থেকেই আনন্দপ্রিয়। আনন্দময় জীবন লাভ তার স্বভাবের দাবি। মানুষ তারুণ্যে পদার্পণের সাথে সাথে আনন্দ উপভোগ বা বিনোদন যাপনের আগ্রহ বেড়ে যায়। বিনোদনের ধরন-প্রকৃতি মানুষের রুচি, পরিবেশ, ঐতিহ্য ও চিন্তা-চেতনার আলোকে বিকশিত হয়। পরিবেশ দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

(হে রাসূল,) আপনি বলে দিন, প্রত্যেকই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর

আপনার পালনকর্তা বিশেষরূপে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে।^{১৪}

এখানে শব্দেদ ব্যাখ্যায় স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত, রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোর সারমর্ম পরিবেশ। অভ্যাস, প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এ অভ্যাস ও মানসিকতা অনুযায়ী তার কাজ-কর্ম হয়ে থাকে।^{১৫} এ আয়াতে মহান আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেছেন যে, মন্দ পরিবেশ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরকার।^{১৬} মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তাআলার অব্যাহত করুণা ও দয়ায় মানুষ সৃষ্টির সেরা হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। এ হিসেবে মানুষের গতিবিধি, অপরাপর কর্মকাণ্ড, আনন্দ-আহ্লাদ এমন হওয়া উচিত, যা তার মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ। বিনোদন হবে শোভন, মনোহর ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন এবং নৈতিকতার সীমারেখা মেনে শালীনতা বজায় রেখে। শুধু তাই নয়; বিনোদনে চারিত্রিক মূল্যবোধও অটুট রাখা আবশ্যিক। কারণ, মানুষের কাজকর্ম ও আনন্দ উপভোগে যদি নৈতিকতা না থাকে; বরং চারিত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে, তাহলে মানুষের সব আয়োজন পাশবিকতায় রূপ লাভ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার নিশ্চিন্ত বাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি ইরশাদ করেন,

^{১৪} আল-কুরআন, ১৭ : ৮৪

^{১৫} কুরতুবী আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ আল-আনসারী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন (কায়রো: আল মাক্তাবাতুত তাওফিকিয়াহ, ২০০৮ ইং), খ. ৯, পৃ. ২৪৮

^{১৬} আল জাসাস আবু বকর আহমদ আর রায়ী রহ., আহকামুল কুরআন (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪২১ হি.), খ. ৩, পৃ. ৩০৫

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (৭) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (৮) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (৯) وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।^{১৭}

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায়, মানুষের মাঝে আল্লাহর আনুগত্য ও নাফরমানী করার উভয়ই প্রবণতা বিরাজমান। মানুষ যখন নিজের সামগ্রিক বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বন করে নিজেকে পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তখনই তার জীবন সফলতায় উন্নীত হয়। আত্মপরিশুদ্ধির জন্যে রাসূল স. দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি যখন পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখন নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন:

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولها

হে আল্লাহ! আমার আত্মায় তোমার ভয় সৃষ্টি করে দাও, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে দাও, আল্লাহ তুমিই সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী, তুমিই তার বন্ধু এবং অভিভাবক।^{১৮}

মানুষ যখন নানা অনাচার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড, অশালীন খেল-তামাশা এবং অশীলতায় জড়িয়ে পড়ে, তখন তার জীবনটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, হতাশা ও নৈরাশ্য তার জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।^{১৯}

সুতরাং বিনোদনের ধরন-পদ্ধতি কি রকম হবে- তা নির্ভর করে ব্যক্তি, বয়স ও সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর। মানুষের নানা দিক ও অবস্থা বিবেচনা করে বিনোদনের পদ্ধতি নির্ধারিত হওয়া উচিত।

নিম্নে আমরা বিনোদনের নানান রূপ তুলে ধরছি:

১. লিঙ্গভেদে বিনোদন

নারী-পুরুষ সৃষ্টিগতভাবেই পরস্পর বিপরীতমুখী স্বভাব-চরিত্রের হয়ে থাকে। তাই বিনোদনের ধরন বা পদ্ধতিও নারী-পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পুরুষ জাতির জন্যে তার সৃষ্টিগত স্বভাব-চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিনোদনমূলক তৎপরতা হয়ে

^{১৭}. আল-কুরআন, ৯১ : ৭-১০

^{১৮}. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাহ আল কুশাইরী আনু নিশাপুরী, আস সহীহ (দিল্লি : কুতুবখানা রিশদিয়া), কিতাবু যিক্রি ওয়া দু'আ, হা. নং: ২৭২৩

^{১৯}. আল-জওয়যী আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবনু আলী, তাফসীর যা'দুল মছীর (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৪১৪হি.), খ. ৮, পৃ. ২৭২

থাকে। নারী জাতির জন্যে উপযোগী বিনোদন আলাদা হয়, যা পুরুষদের বিনোদন থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

২. বয়সভেদে বিনোদন ব্যবস্থা

সব বয়সের মানুষের রুচি ও চাহিদা একই রকম হয় না; বরং তা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সে হিসেবে বিনোদন ব্যবস্থাও ব্যক্তির বয়সের সাথে মিল রেখে হয়ে থাকে। শিশুর জন্যে যে বিনোদন ব্যবস্থা প্রয়োজ্য হতে পারে, তা যুবকদের জন্যে অনুপযোগী। এভাবে বয়স্কজনদের বিনোদন পদ্ধতিও তাদের বয়সের দিকটি বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৩. শিক্ষার মান ও বিনোদন পদ্ধতি

সমাজ জীবনে শিক্ষার প্রভাব অনেক বেশি। শিক্ষিত মানুষের চাল-চলন ও অশিক্ষিত মানুষের আচার-আচরণে বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। সে কারণে বিনোদনের প্রকৃতিও অনেক সময় ব্যক্তির শিক্ষাগর যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে। এ জন্যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণির বিনোদন প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক।

৪. অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিনোদন পদ্ধতি

অর্থ মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এ নিরিখে আমরা বলতে পারি, যে কোন সমাজের বিনোদন পদ্ধতি তার আর্থিক সামর্থ্যের আলোকে হয়ে থাকে। কারণ, বিনোদনের এমন অনেক মাধ্যম আছে, যেগুলো বিশাল অংকের আর্থিক ব্যয় দাবি করে। এ জন্যে দেখা যায়, সমাজের অনেক সম্পদশালী মানুষ আর্থিক সামর্থ্যের জোরে নানারকম বিনোদনে ডুবে থাকে।

৫. সময়ের আলোকে বিনোদন

সময় মানুষের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নিয়ামত। সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার মানুষের জীবনে সাফল্য যেমন এনে দেয়, তেমনি সময়ের অপচয় কিংবা অপব্যবহার ব্যক্তির জীবনে নানা রকম ক্ষতি বয়ে আনে। তাই বিনোদনের জন্যে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সময়ের প্রাচুর্য আর স্বল্পতা বিচারে বিনোদনের ধরন-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোন কোন বিনোদন দীর্ঘ সময়জুড়ে হয় আবার কোন কোনটি স্বল্প মেয়াদী হয়।

৬. স্থান ও যুগের চাহিদার আলোক বিনোদন

যে কোনো বিষয় স্থান ও সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে হয়ে থাকে। এ হিসেবে মানুষের বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডও স্থান, কাল ও পাত্রভেদে নানা রকম হয়। বিনোদনের সব প্রকৃতি ও ধরন সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না, বরং স্থান ও সুগের চাহিদার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে হয়ে থাকে।^{২০}

বিনোদনের লক্ষ্য (Motive of recreation)

মানব জীবনের কোন কাজই লক্ষ্যহীন নয়; বরং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তার সব কাজ পরিচালিত হয়। কাজেই বিনোদনেরও কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন-

১. আরাম ও প্রশান্তি অর্জন

বিনোদনের একটি লক্ষ্য হলো- কাজের ভারে ক্লান্ত দেহ ও মনকে একটু আরাম দেয়া, অবসর সময়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিশ্রাম দেয়া।^{২১} মোটকথা, ব্যস্ততম জীবনে মানুষের দেহ ও মনে যখন ক্লান্তি ও অবসাদ ভর করে, তখন একটু বিনোদন তার দেহ ও মনকে আরাম ও প্রশান্তিতে ভরে দেয়।

২. মানুষের দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করা

বিনোদনের নানা প্রকার উপায়-উপকরণ ব্যবহারের ফলে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম হয়। এর মাধ্যমে শরীরের নানা অংশ বিভিন্ন প্রকার দূষিত পদার্থ থেকে মুক্ত হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সচল থাকে।^{২২} এক কথায়, বিনোদন মানুষের শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. জীবনের ভারসাম্য রক্ষা

মানুষের রয়েছে নিজস্ব ঝোঁক-প্রবণতা, আগ্রহ ও অভ্যাস। প্রত্যেক মানুষের চাহিদা, মনের আগ্রহ ও পছন্দ-অপছন্দ এক রকম নয়। কিন্তু কিছু মৌলিক বিষয় এমন

^{২০}. আবদুল্লাহ ইবনু নাসির সাদহান, *আত্ তারবীহ ফিল 'আহদিন নববী : আহ্দাফুহ ওয়া ওসায়িলুহ* (আল্ মামলাকাতুল ইসলামিয়াহ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ৩

^{২১}. আলী আবদুল্লাহ ওয়াহিদ আল্ ওয়াফী, *'আওয়ামিলুত তারবীয়াহ*, (কায়েরো: দারুন নাহ্দাহ, তারিখ বিহীন) পৃ. ১০৩

^{২২}. ইব্রাহীম আল্ হায়ারী, *আসাসিয়াহ ফিত্ তারবীহ ওয়া আওকাতুল ফারা'গ* (জর্দান: দারুল আমল, ১৯৯৮ইং), পৃ. ৭৮

রয়েছে, যেগুলো প্রতিটি মানুষের দেহ-মনের সুস্থতার জন্যে জরুরী। তেমনিভাবে বিনোদনও মানুষের জীবনের সামগ্রিক ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।^{২৩}

বিনোদনের সময়

'সময়' মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহা নিয়ামত। মানব জীবনে এর মূল্য অপরিসীম। কারণ, এ সময়ই মানবজাতির উত্থান-পতন, সফলতা-ব্যর্থতা ও উন্নতি-অগ্রগতির সবকিছুরই প্রধান উপলক্ষ। সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহারে সফলতা অনিবার্য। এ জন্যে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সময়ের কসম করেছেন, যাতে সময়ের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। সাথে সাথে মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা সময়ের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল হওয়ার জন্যে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন,

وَالْعَصْرِ (۱) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (۲)

কসম সময়ের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মাঝে নিমজ্জিত।^{২৪}

'সময়' মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের সাথে সময়কে সম্পৃক্ত করলে সময়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১. কাজ ও দায়িত্ব পালনের সময় :

সময়ের এ অংশে মানুষ বিভিন্ন কাজ ও নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকে। এ সমস্ত কাজ ও দায়িত্ব আবার নানা প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন-

ক. শরীয়ত নির্ধারিত আবশ্যিক কার্যাবলি

খ. পানাহার ও নিদ্রা।

গ. বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন পূরণ।

ঘ. সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দাবি ও কর্তব্য পালন। যেমন- আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ও অতিথি সৎকার করা।^{২৫}

এভাবে সময়কে যথার্থ ও প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করার মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবনকে সকল দিক থেকে ফলপ্রসূ ও সুন্দররূপে গড়ে তুলতে পারে।

^{২৩}. ওয়াযারাতুত দা'খিলিয়াহ- আল্ মামলাকাতুল আরাবিয়াহ, *আল্ জুনুহ ওয়াত্ তারবীহ ফিল আওকাতিল হাররাহ* (রিয়াদ-১৪০৫ হি.), পৃ. ৯৮

^{২৪}. আল-কুরআন, ১০৩ : ১- ২

^{২৫}. আবদুল আযীয ইবনু হাম্দ আশ্ শাত্রী, *ওয়াকুতুল ফারা'গ ওয়া গুলুহ ফি মদীনাতির রিয়াদ* (আল্ মামলাকাতুল আরাবিয়াহ: ওয়াযারাতুত তা'লিম আল্ আলী, ২০০১ইং), পৃ. ৫৪-৫৬

২. দায়িত্বমুক্ত অবসর সময়

এটি সময়ের ঐ অংশ, যাতে মানুষ যাবতীয় প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও কাজকর্ম থেকে অবসর পায় এবং তার ওপর থাকে না দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের কোন বাধ্যবাধকতা।^{২৬} সুতরাং বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড চর্চা করতে গিয়ে যেন কাজের ব্যাঘাত, সময়ের অপচয়, দায়িত্বে অবহেলা, সর্বোপরি শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়- সে দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রয়োজন রুচিশীল বিনোদন

মানুষ আশরাফুল মাখলুখাত। তার রুচিবোধ হবে অন্য প্রাণীর চেয়ে আলাদা। মানুষের আর অপরাপর প্রাণীর অভ্যাস, আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের মাঝে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। এজন্যে একজন মুসলিম ব্যক্তির বিনোদনে থাকতে পারে না চরিত্রহীনতা ও অনৈতিকতা, যা মানুষের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, ব্যক্তিজীবনে অস্থিরতা ডেকে আনে; বরং প্রয়োজন এমন বিনোদন, যা মানব স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও রুচিশীল।

ইসলামে বিনোদনের গুরুত্ব

ইসলাম সুষ্ঠু বিনোদন ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ভারসাম্য রক্ষায় সুস্থ বিনোদনের বিকল্প নেই। সঠিক বিনোদন ব্যবস্থা মানুষকে যেমন কর্মক্ষম থাকতে সহায়তা করে, তেমনি তা সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশেও ভূমিকা রাখে। তদুপরি রুচিসম্মত বিনোদন মানুষকে নানাবিধ অপরাধকর্ম ও হতাশা থেকেও নিবৃত্ত রাখে। এজন্যে ঈমানদারগণ এমন কিছু চিত্ত বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড করবেন, যাতে আত্মার প্রশান্তি আসে। এ প্রসঙ্গে রাসূল স. ইরশাদ করেন:

روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فان القلوب اذا كَلَّت عميت

তোমরা মাঝে মাঝে আত্মাগুলোকে বিশ্রাম দাও, কারণ আত্মাসমূহ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তা হয়ে যায় অস্থির-অব্যবস্থিত।^{২৭}

^{২৬} কামাল দরবেশ, *আত্ তার্বীহ ওয়া আওকাতুল ফারা'গ ফিল মুজতাম'আ আল মু'আসির* (মক্কা আল মুকাররমা: কুল্লিয়াতুত তারবিয়াহ, ১৯৮৬ ইং), পৃ. ৩১-৩৫

^{২৭} আবু ওরম ইউসুফ ইবনু আবদিল বার, জামি'উ বয়ানিল ইল্মি ওয়া ফাদলিহি (দামাম: দারুল ইবনি আল্ জাওযী, ১৪১৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৩৪

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, আত্মাকে বিশ্রাম দেয়া এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী। কারণ, কাজকর্মে জর্জরিত ব্যক্তির আত্মা কাজের চাপে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠে। তাই মানুষের স্বভাবজাত মনের সতেজতা রক্ষা করতে ইসলাম চিত্ত বিনোদনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে।^{২৮} সাইয়িদুনা আলী রা.-এর একটি উক্তি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন:

إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها فإن القلب إذا أكره عمي

নিশ্চয় অন্তরসমূহের কামনা-বাসনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং হতাশা ও পিছটান রয়েছে। সুতরাং অন্তরের চাহিদা ও উৎসাহ ঠিক রেখে চলো। কারণ, মনকে যে কোনো বিষয়ে বাধ্য করলে তা অব্যবস্থিত হয়ে পড়ে।^{২৯}

নিম্নে আমরা বিনোদনের গুরুত্ব বিষয়ক মুসলিম মনীষীগণের কয়েকটি মূল্যবান উক্তি উল্লেখ করছি।

➤ সাইয়িদুনা 'আলী রা. বলেন:

روحوا القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان

তোমরা আত্মাসমূহকে প্রফুল্লতা দাও এবং তার জন্যে প্রজ্ঞাপূর্ণ চমৎকার মজার বিষয় তলাশ করো, কারণ দেহের মতো আত্মাও বিরক্ত এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে।^{৩০}

➤ বিশিষ্ট সাহাবী উসামা ইবনু যায়িদ রা. আল্লাহ তা'আলার যিক্র এর মাধ্যমে অস্থির আত্মায় প্রশান্তি আনতে বলেছেন। তিনি বলেন:

روحوا القلوب يعني الذكر

আত্মাগুলোকে আনন্দ দাও যিক্র এর মাধ্যমে।^{৩১}

➤ বিশিষ্ট তাবি'য়ী আল-হাসান আল-বাসরী রাহ. বলেন:

إن هذه القلوب تحي وتموت فإذا حييت فاحملوها علي النافلة وإذا ماتت فاحملوها علي الفريضة

^{২৮} মুহাম্মদ হাদী, *ফান্নু আত্ তার্বীহ আ'নিন নাফস* (বৈরুত: আল্ মাক্তাবাতু আল্ মারকাযিয়াহ, ১৯৯৭ খি.), পৃ. ৭৩

^{২৯} মুহাম্মদ আর রাই শাহরী, *মি'যানুল হিকমাহ* (বৈরুত: দারুল হাদীস-১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ২২৭

^{৩০} আবুল ফারায় আবদুর রহমান ইবনু আলী ইবনি আল্ জাওযী, *আখ্বারুল হমাক্বা ওয়াল মুগাফ্ফিলীন* (বৈরুত: আল্ মাক্তাবু আত্ তিজারী, তারিখ বিহীন) খ. ১, পৃ. ২

^{৩১} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

এই অন্তর্করণসমূহ জীবন্ত থাকে, আবার নির্জীবও হয়ে যায়। আত্মা যখন জীবন্ত থাকে, তখন তুমি একে ফরয ইবাদতের সাথে সাথে নফল বন্দেগীতেও নিয়োজিত রাখো। আত্মার নির্জীব হয়ে গেলে তুমি শুধু ফরয ইবাদতে একে নিয়োজিত করো।^{৩২}

➤ বিখ্যাত মুহাদ্দিস শিহাব আয্ যুহুরী রহ. বলেন:

كان رجل يجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثهم فإذا كثروا وثقل عليهم الحديث قال: إن الأذان بحاجة وإن القلوب حمضة فهاتوا من أشعاركم وأحاديثكم

কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স. এর সাহাবীদের সাথে উঠাবসা করতেন এবং তিনি তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলতেন, তাঁদের পারস্পরিক কথাবার্তা যখন বেশি হয়ে যেতো এবং কথা যখন তাঁদের কাছে ভারী হয়ে উঠতো, তখন তিনি বলতেন, নিশ্চয় কানসমূহ কথা শুনতে অনীহা দেখাচ্ছে আর অন্তরগুলো বিতৃষ্ণা ভাব দেখাচ্ছে। অতএব, তোমরা তোমাদের নানা রকম কবিতা ও কথামালা উপস্থাপন করো।^{৩৩}

উপর্যুক্ত মুসলিম পণ্ডিতগণের উক্তির মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, চিত্ত বিনোদন ইসলামের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত নয়; বরং ইসলাম একে উৎসাহিত করেছে। কারণ, এটি মানুষের স্বভাবের দাবি। কাজের পর একটু বিশ্রাম বা অবকাশ যাপন দেহ-মনের স্বাভাবিক চাহিদা। মানুষের কাজের গতি ও কর্মোদ্দীপনা বাড়াতে এর কোন বিকল্প নেই। ইমাম কাযিম রহ. [১২৮-১৮৪ হি.] মানুষের সময়কে চারভাগে ভাগ করেছেন। তিনি বলেন:

اجتهدوا في ان يكون زمانكم اربع ساعات — ساعة لمناجاة الله، وساعة لامر المعاش، وساعة لمعاشرة الاخوان، والثقات، وساعة تخلون فيها للذاتكم غير محرم وبهذه الساعة تقدر على الساعات الثلاث

তোমরা চেষ্টা করো, যেন তোমাদের সময়কাল চার অংশে বিভক্ত হয়। এক অংশকে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সাথে নিভৃত সম্পর্ক গড়ে তোলে তাঁর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকবে, আরেক অংশ তোমাদের জীবনোপকরণ অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট রাখবে, আরেক অংশ ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য বরাদ্দ রাখবে, চতুর্থ পর্যায়ে সময়ের একটি অংশ এমনভাবে

^{৩২.} প্রাগুক্ত।

^{৩৩.} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

নির্ধারিত রাখবে, যাতে তোমরা বৈধ পন্থায় আনন্দ-খুশি ও মজা করে সময় কাটাতে পার। সময়ের এ অংশটির মাধ্যমেই তোমরা অপর তিনটি অংশের দায়িত্বগুলো পালন করতে শক্তি সঞ্চয় করবে।^{৩৪}

মানুষের জীবনটাই আল্লাহ প্রদত্ত এক বড় নিয়ামত। দেহ ও মনের সুস্থতা হলো এ জীবনকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম শর্ত। শরীয়তসম্মত পন্থায় চিত্ত বিনোদন মানুষকে ইবাদত-বন্দেগী, কাজকর্ম ও সামগ্রিক উৎপাদনে সক্ষম করে তোলে। সাথে সাথে এটি যুবসমাজকে স্থায়ী কর্মমুখর রাখে। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, চিত্ত বিনোদনের সব উপায়-উপকরণ যেন কুরআন-সুন্নাহ এবং সাহাবা কিরাম রা.-এর সুমহান আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়।

অতএব, নিম্নোক্ত কয়েকটি দিক বিবেচনায় রাখলে বিনোদনের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে:

১. মানুষের স্বভাবজাত দাবি হিসেবে দেহ ও মনের ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই জরুরী, যা সুস্থ বিনোদন ছাড়া সম্ভব নয়।
২. বর্তমান প্রযুক্তির যুগে নানাধরনের অসুস্থ ধারার বিনোদন এবং এসব বিনোদনের বহুবিধ উপায়-উপকরণ সহজলভ্য হওয়ায় যুব সমাজ তাতে ব্যাপকহারে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে তা ব্যক্তিচরিত্র ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার রুচিশীল ধারায় আঘাত হানছে। এমতাবস্থায় সুস্থ রুচির বিনোদন ব্যবস্থার প্রচলন সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরী, যা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিকে এবং সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
৩. নারী-পুরুষের জন্য শার'য়ী সীমারেখা মেনে পৃথকভাবে তাদের স্ব-স্ব স্বভাব ও প্রকৃতি উপযোগী বিনোদন ব্যবস্থা সমাজে গড়ে তুললে তা নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হবে।^{৩৫}

ইসলামে বিনোদনের বিধান

শরী'আতের সুনির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থেকে যে সুস্থ ও রুচিশীল বিনোদন চর্চা করা হয়, তাকে ইসলাম বৈধ ঘোষণা করেছে। সুস্থ রুচি পরিপন্থী যে কোন গতানুগতিক ব্যবস্থাকে ইসলাম অনুমোদন দেয় না। এ ভিত্তিতে বিনোদনের এমন সব ব্যবস্থাকে ইসলাম বৈধতা দেয়, যা মানুষের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। বিনোদনের ধরন, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এর বিধানের ভিন্নতা রয়েছে।

^{৩৪.} আবু মুহাম্মদ আল্ হাসান ইবনু আলী ইবনিল হোসাইন, *তুহাফুল ওকুল* (বৈরুত: মু'আস্সাসা আল্ আল'মী, ১৩৯৪ হি.), পৃ. ৩০২

^{৩৫.} দরবেশ আল্ খাওলী, *আত্ তারবীহ ওয়া আওকাতুল ফারা'গ ফিল মুজতাম'আ আল্ মু'আসির*, পৃ. ২৩-২৫

১. বিনোদন যদি ইসলাম নির্দেশিত নীতিমালার পরিপন্থী হয় তবে তা নিরর্থক কথা ও কর্ম হিসেবে গণ্য হবে। এ জাতীয় বিনোদনের কারণে মানব জীবনের মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয় এবং তা জীবনকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এরূপ চিন্তা বিনোদন এমন একটি নিরর্থক কাজ, যা একজন ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে কখনো শোভা পায় না। মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে অপ্রয়োজনীয় কাজ ও বিষয় থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

আর (এ) সকল মুমিন সফলকাম হয়েছে) যারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিমূখ থেকেছে।^{৩৬}

মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনের অন্য আয়াতে এসেছে:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

আর (দয়াময় আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হলো) যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়া-কর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।^{৩৭}

উপর্যুক্ত কুরআনের আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, একজন মুমিন ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় কথা, কাজ বা যে কোন ধরনের বিষয় কিংবা তৎপরতায় লিপ্ত হতে পারে না। এ জাতীয় কার্যকলাপ তার জন্য শোভনীয়ও নয়।

২. বিনোদন যদি ইসলামী নীতিমালার আলোকেই সম্পন্ন করা হয় এবং এর উদ্দেশ্যও হয় ইবাদাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, তবেই তা বৈধ। এর পক্ষে কয়েকটি দলিল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক. আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন:

ألم اخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا

হে আবদুল্লাহ! আমাকে কি জানানো হয়নি যে, তুমি দিনের বেলায় সাওম পালন কর এবং রাতের বেলায় জেগে জেগে আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি জবাব

^{৩৬}. আল-কুরআন, ২৩ : ৩

^{৩৭}. আল-কুরআন, ২৫ : ৭২

দিলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ স.! রাসূল স. বললেন, তুমি এরূপ করো না। তুমি সাওম পালন করবে, আবার মাঝে মাঝে সাওম ছেড়েও দেবে, নামাজের জন্য রাতে দাঁড়াবে, আবার ঘুমাবেও। কেননা তোমার ওপর শরীরের হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার আত্মার হক রয়েছে। আর তোমার ওপর তোমার স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে।^{৩৮}

উপর্যুক্ত হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ ইবাদত-বন্দেগীতে ভারসাম্য রক্ষা করে পরিবারের অধিকার আদায়ের সাথে সাথে দেহ ও মনের সুস্থতা নিশ্চিত করবে। কারণ, দেহ-মনের সুস্থতা ছাড়া মানুষ আল্লাহর ইবাদত পূর্ণাঙ্গভাবে করতে পারে না। তাই কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে মানুষের সীমিত পরিসরে চিন্তা বিনোদন উদযাপন করা শুধু বৈধ নয়; বরং কোনো কোনো সময় জরুরীও হয়ে পড়ে। সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল স. হযরত আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনিল 'আস রা. কে লক্ষ্য করে বললেন:

يا عبد الله: انك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونكبت

হে আবদুল্লাহ, নিশ্চয়ই তুমি তো সব সময় সাওম পালন করো এবং সারা রাত জেগে থেকে ইবাদত করো, নিশ্চয় তুমি যদি এ রকম করেই থাকো, তাহলে (তোমার) চোখ দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়বে।^{৩৯}

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, মানব শরীরের সুস্থতা, মনের প্রশান্তি ও পুরো জীবনের সঠিক ব্যবহার ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যকীয় এক বিধান। সে হিসেবে বিনোদন মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

খ. আবু হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান আল-ফারিসী রা. ও আবুদ দারদা রা. -এর মাঝে রাসূল স. ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন। একদিন সালমান রা. আবুদ দারদা রা.-এর সাথে সাবাত করতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর স্ত্রী উম্মুদ দারদা রা. জীর্ণ-শীর্ণ কাপড় পরে বিমর্ষ অবস্থায় আছেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, তোমার (এ) কী দশা? তিনি বললেন, তোমার ভাই আবুদ দারদা দুনিয়াবিমূখ হয়ে গেছে। তারপর আবুদ দারদা রা. বাড়িতে আসলেন, তিনি তাঁর মেহমানের জন্যে খাবার তৈরি করলেন, তারপর তাকে বললেন, খাও, তিনি নিজে বললেন, আমি রোযাদার। সালমান আল্ ফারিসী রা. বললেন, তুমি না খেলে আমি খাচ্ছি না। বর্ণনাকারী বললেন, তারপর তিনি খেলেন। যখন রাত হলো। তখন আবুদ

^{৩৮}. বুখারী, আস্-সহীহ, কিতাবুন নিকাহ, হা. নং. ৯১৯৯

^{৩৯}. মুসলিম, আস্-সহীহ, হা. নং. ১১৫৯

দারদা রা. রাতের নামাজের জন্যে দাঁড়াতে গেলেন, কিন্তু সালমান রা. বললেন, তুমি শুয়ে পড়। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর আবার উঠতে চাইলেন, কিন্তু সালমান রা. বললেন, ঘুমাও। অতঃপর যখন রাতের শেষাংশ হলো, তখন সালমান রা. বললেন, এবার ওঠ, তারপর তারা দু'জন নামাজ আদায় করলেন। তারপর সালমান রা. আবুদ দারদা রা. কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার ওপর তোমার প্রভুর হক আছে, তোমার ওপর তোমার নিজের 'নাফস'-এর হক রয়েছে। তোমার ওপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে। প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করো। তারপর আবুদ দারদা রা. রাসূলুল্লাহ স. এর কাছে এসে তা জানালে রাসূলুল্লাহ স. বললেন, صدق سلمان - 'সালমান সত্যই বলেছে।'^{৪০}

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে,

১. মানুষের নিজ আত্মার প্রশান্তি তথা বিশ্রামের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত।
২. সময়ের একটি অংশ আনন্দ ও প্রফুল্লতায় কাটানো বাঞ্ছনীয়, যাতে কাজের প্রতি বিরক্তিবাদ দূর হয় এবং ক্লাস্তি বিদূরিত হয়, সাথে সাথে পূর্ণ একাগ্রতা ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকা যায়।

ইসলামে বিনোদনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of recreation in Islam)

ইসলামের প্রতিটি বিধানই যেহেতু সত্য ও বাস্তবনিষ্ঠ, ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবরঞ্চিত সাথে সামঞ্জস্যশীল, তাই অন্য যে কোন বিনোদন ব্যবস্থার তুলনায় ইসলাম প্রদর্শিত বিনোদনব্যবস্থা আলাদা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নিম্নে আমরা ইসলামের বিনোদন ব্যবস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছি।

১. মহান আল্লাহর বন্দেগীর প্রেরণাযুক্ত

আল্লাহর প্রতি ঈমানের একান্ত দাবি হলো, মানুষের সমগ্র জীবনটাই সর্বাবস্থায় তাঁর বন্দেগীর অনুভূতিতে সঞ্জীবিত থাকবে, আর জীবনের সকলের কাজকর্ম একমাত্র তাঁর

^{৪০.} عن ابي حذيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء، فزار سلمان ابا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: اخوك ابو الدرداء ليس له في الدنيا فجاه ابو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له كل، فقال: فاني صائم، قال: ما انا باكل حتى تأكل قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم، قال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فضليا، فقال له سلمان: ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان (बुखारी, आस सहिह, (कितारुल आदब) हा. न०.७१३९)

নির্দেশ অনুযায়ীই পরিচালিত হবে। জীবনের আনন্দ-নিরানন্দ, ব্যস্ততা ও অবসর যাপন, ছোট-খাট সবটুকুই ইসলামী শরী'আতের আলোকে হওয়াটাই বান্দাহর বন্দেগীর দাবি। এ নিরিখে একজন আল্লাহর বান্দাহ বিনোদনকে এভাবে গ্রহণ করবেন যে, আমার দেহ-মনের সুস্থতা আমাকে হক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক্ক) ও হক্কুল 'ইবাদ (বান্দাহর হক্ক) আদায়ে সক্ষম রাখবে, পূর্ণ উদ্দাম ও একাগ্রতা নিয়ে আমার ওপর মহান আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারব। তাহলে একজন মুমিন ব্যক্তি তার জীবনে যে সময়টুকু শরীয়ত নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চিত্ত বিনোদনে ব্যয় করবেন, তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর বন্দেগীর আওতায় গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. এর একটি হাদীস আমাদেরকে চমৎকার শিক্ষা প্রদান করে। তিনি বলেন:

وفي بضع احدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ فقال: أرايتم لو وضعها في الحرام، أليس كان يكون عليه وزر؟ قالوا بلي، قال فكذلك اذا وضعها في الحلال له الاجر

তোমাদের কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে, তাতেও সাদাকা (সাওয়াব) হবে। এ কথা শুনে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে যৌন চাহিদা পূরণ করলেও কি সে সাদাকার সাওয়াব পাবে? তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, কেউ যদি তার যৌন চাহিদা হারাম পন্থায় পূরণ করে, তাহলে এতে কি গুনাহ হবে বলে তোমরা মনে করো না? তারা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই গুনাহ হবে। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, এভাবেই তো বৈধ উপায়ে নিজ স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করলে আল্লাহর কাছে সাওয়াব পাওয়া যায়।^{৪১}

এভাবে একজন মু'মিন তার সকল কার্যকলাপ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সম্পাদিত করে আল্লাহর বন্দেগীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সাইয়িদুনা মু'আয ইবনু জাবাল রা. এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

اني لاحتسب نومي كما احتسب قومي

আমি আমার নিদ্রাতেও আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা রাখি, যেমন আমি রাতে নিদ্রুথ থেকে ইবাদাতের মধ্যে সাওয়াবের আশা করে থাকি।^{৪২}

^{৪১.} মুসলিম, আ/স-সহীহ, হা. নং.২০৫৮

^{৪২.} ইবনু আবদিল বার, আত্ তাহীদ (বৈরাত: আল্ মাক্তাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৯৬৭ খি.), খ. ৪, পৃ. ২০৪

২. মৌলিক বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট

সর্বাবস্থায় ইসলাম নির্দেশিত মৌলিক বিষয়গুলো অটুট রেখে স্থান, সময় ও পরিবেশের আলোকে বিনোদনের বিভিন্ন মাধ্যম মানুষ নির্ধারণ করতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে, কোন অবস্থাতেই যেন বিনোদন ব্যবস্থা ব্যক্তিকে পাপাচার ও সীমালংঘনের দিকে ধাবিত না করে। কারণ, যা হারামের দিকে নিয়ে যায়, ইসলাম তাকেও হারাম ঘোষণা করেছে।^{৪০}

৩. মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

দেহ, আত্মা ও বিবেক-বুদ্ধির সমন্বয়েই একজন মানুষ। কাজেই ইসলাম একটি স্বভাবগত জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের মানসিক, দৈহিক ও আত্মিক সব রকমের বৈধ চাহিদা পূরণের যথার্থ নির্দেশনা দিয়ে থাকে। মোটকথা, ইসলামের বিনোদন পদ্ধতি মানবপ্রকৃতি ও রমচির সাথে পূর্ণসামঞ্জস্যশীল।^{৪১}

৪. মানব জীবনের বিভিন্ন অংশের মধ্যকার ভারসাম্য

মানব জীবনের বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন: আত্মা, শরীর ও বিবেক। তার আরো রয়েছে নানা প্রকার ঐক্য-প্রবণতা। এগুলোর মাঝে সামগ্রিক সমতা ও পূর্ণতা না এলে মানব জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইসলাম প্রদত্ত বিনোদন ব্যবস্থা মানুষের জীবনে ভারসাম্য এনে দেয়। ফলে মানুষ অবসাদ মুক্ত হয়ে প্রশান্তি ও স্থিরতা খুঁজে পায়।^{৪২}

৫. বিনোদনের জন্য ইসলাম অবসর সময়কে নির্ধারণ করেছে

ইসলাম প্রদত্ত বিনোদন ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডকে আবশ্যিক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রাধান্য দেয় না। বিনোদন চর্চা হবে অবসর সময়ে, যখন ব্যক্তি তার ওপর আবশ্যিকভাবে পালনীয় দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকেন। সুতরাং ওয়াজিব ইবাদত, উপার্জন, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজের ওপর বিনোদনমূলক কাজ প্রাধান্য পাবে না। অনুরূপভাবে আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনা, রুগ্ন ব্যক্তির সেবা-যত্ন ইত্যাদির ওপর বিনোদনমূলক কর্মতৎপরতা অগ্রাধিকার পাবে না।^{৪৩}

^{৪০.} আল্লা উদ্দীন ইবনু আল্ লাহ্‌হাম আল্ বা'লী আল্ হাম্বলী, *আল্ ক্বাওয়্যিদ ওয়াল ফাওয়্যিদ আল্ উসুলিয়াহ* (কায়রো: মাত্বাআ' আস্ সুন্নাহ আল্ মুহাম্মদিয়াহ, ১৯৫৬ খি.), খ. ১, পৃ. ১১৮

^{৪১.} আতিয়াহ মুহাম্মদ খিতাব, *আওক্বাতুল ফারা'গ ওয়াত তার্বীহ* (কায়রো: আল্ হাইয়াতু আল্ মিসরিয়াহ, ১৯৯৪ খি.), পৃ. ৩০

^{৪২.} প্রাণ্ডক্ত।

^{৪৩.} প্রাণ্ডক্ত।

ইসলামে বিনোদনের মূলনীতি

১. বিনোদনের মূল অবস্থা হলো 'মুবাহ' (জায়য) হওয়া

মূলগতভাবে 'বিনোদন' জায়য। ইসলামী শরী'আতের একটি বড় মূলনীতি হলো -

إن الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يدلّ الدليل الصحيح الصريح علي التحريم

সাধারণ যে কোন বিষয়ে মূলনীতি হলো- যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয় হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ তা হালাল হিসেবে গণ্য হবে।^{৪৪}

এ প্রসঙ্গে রাসূল স. বলেন:

ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية،

فأقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيًا، ثمّ قرأ هذه الآية: (وما كان ربك نسيًا)

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল, আর যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর যে সব বিষয়ে তিনি নীরব রয়েছেন (হালাল কিংবা হারাম হওয়ার হুকুম বলেননি) তাতে রয়েছে ছাড়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত ছাড় গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তাআলা কোন কিছু ভুলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ স. তাঁর এ বক্তব্যের পক্ষে (কুরআনের সূরা মারইয়ামের ৬৪ ও আয়াত) পড়লেন “আর আপনার প্রভু বিস্মৃত হওয়ার নন”।^{৪৫}

সুতরাং বিনোদনের উপায়-উপকরণ, ধরন-পদ্ধতি, যদি ইসলামী শরীয়াহর প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির পরিপন্থী না হয়, তাহলে সে বিনোদন ব্যবস্থা জায়য বলে গণ্য হবে।

২. বিনোদন হলো মাধ্যম, তা উদ্দেশ্য বা আসল লক্ষ্য নয়

বিনোদন মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যম মাত্র। জীবনের কোনো এক দিকের ভারসাম্য বিনষ্ট হলে সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে জীবনের সে অংশের পরিপূর্ণতা লাভের জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে হয়। কিন্তু যদি এ সীমালংঘন করে বিনোদনকেই জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত করা হয়, তখন সে বিনোদন বৈধতার গণ্ডি পেরিয়ে মাকরুহ বা হারামের পর্যায়ে চলে যায়। সুতরাং, বিনোদন কোনো পেশা নয়, একে যদি পেশা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন তা বৈধ থাকে না। কেননা এমতাবস্থায় তা ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে ধর্মীয় ও অত্যাবশ্যকীয় কাজ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। প্রয়োজনাত্মিক এ সব বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড ইসলাম কোন অবস্থাতেই অনুমোদন দেয় না। কারণ, ইসলাম যেখানে ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেও

^{৪৪.} জালাল উদ্দীন আস্ সুয়ূতী, *আল্ আশ্বাহ্ ওয়ান নাজায়ের* (রিয়াদ: মাক্তাবাতু মুস্তাফা আল্ বা'য, ১৯৯৭ খি.), পৃ. ৬০

^{৪৫.} মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ আল্ হাকিম আন্ নিসাবুরী, *আল্ মুসাতাদরাক 'আলা সহীহাইন* (বেরুত: দারুল কুতুব আল্ ইলমিয়াহ, ২০০২ খি.), খ. ২, পৃ. ৩৭৫

সীমালংঘন পছন্দ করে না, সেখানে বিনোদনের মত 'মুবাহ' একটি বিষয়কে জীবনের উদ্দেশ্য বানানোকে মোটেও সমর্থন করে না।

৩. আবশ্যিকীয় কর্মকাণ্ড হলো মুখ্য বিষয়, বিনোদন হলো গৌণ বিষয়

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে বিনোদনমূলক তৎপরতা হলো প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা, যা মানুষের দেহ-মনের নানা অসংগতি দূর করতে সহায়তা করে। আবশ্যিকীয় কর্মকাণ্ডই মানুষের জন্যে মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে, বিনোদন তার অনুগামী মাত্র। এ থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি।

ক. বিনোদনের ওপর আবশ্যিকীয় কর্মকাণ্ড প্রাধান্য পাবে

যখন মানবজীবনের আবশ্যিক কাজের সাথে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের বিরোধ দেখা দেয়, তখন আবশ্যিক কাজই প্রাধান্য পাবে। আবু বারযাহ আল-আসলামী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

انه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده

রাসূল স. ইশার নামাজের পূর্বে ঘুমানো এবং তার পরে বিনা প্রয়োজনে জাগ্রত থেকে গল্প করাকে অপছন্দ করতেন।^{৪৯}

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনু হাজার আল-আসকালানী রহ. বলেন, সালাতুল ইশার পূর্বে ঘুমানোকে রাসূল স. অপছন্দ করার কারণ হলো, এর মাধ্যমে হয়ত সালাতের ওয়াক্তই ছুটে যাবে। একইভাবে সালাতুল ইশার পরে অহেতুক গল্পগুজব ব্যক্তির সালাতুল ফাজর কাযা হয়ে যাওয়ার কারণ হবে অথবা মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলে যাবে।^{৫০}

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, মানুষের শরীরের আরাম ও প্রশান্তির জন্যে ঘুম যদি ফরজ সালাত আদায়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তাহলে সে ঘুমকে ইসলাম পছন্দ করে না। অপরদিকে শালীন ও সত্যশ্রয়ী গল্প বলা বিনোদনের একটি অংশ হলেও সে গল্প যেন সালাতের কোনো ক্ষতি না করে রাসূল স. সে দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

খ. আবশ্যিকীয় কাজকর্ম আর বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের পরিমাণ সমান হবে না

মানুষের জীবনটাই হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এক বড় আমানত। এ জীবনের আসল ব্রত হলো সৃষ্ট কর্তৃক দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে আদায় করা। মূল্যবান এ জীবনের বিরাট অংশজুড়ে বিনোদনে কাটানো ইসলাম সম্মত নয়। বিনোদন মানুষকে আসল দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে শুধুমাত্র। এ ক্ষেত্রে সীরাতুর রাসূল স. আমাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দান করে। সাইয়িদুনা আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

^{৪৯}. বুখারী, *আস্ সহীহ*, হা. নং. ৫৯৯

^{৫০}. ইবনু হাজার আল আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ২, পৃ. ৭৩

لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب

তুমি অধিক হেসো না, কারণ অধিক হাসি অন্তরকে নির্জীব করে দেয়।^{৫১}

এ হাদীস থেকে জানা যায়, হাসি মূলত বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রে সীমালংঘন করাকে রাসূলুল্লাহ স. পছন্দ করেননি।

একবার সিমাক রা. জাবির রা. কে লক্ষ্য করে বললেন:

আপনি কি রাসূল স.-এর সাথে উঠাবসা করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূল স. দীর্ঘ সময় চুপ থাকতেন, কম হাসতেন। তাঁর সাহাবীগণ তাঁর উপস্থিতিতে কবিতা বলতেন এবং তাঁদের ব্যক্তিগত এমন কিছু বিষয় আলোচনা করতেন, যার ফলে সকলে হাসতেন এবং রাসূল স. অধিকাংশ সময় মুচকি হাসতেন।^{৫২}

এ হাদীস থেকেও জানা যায় যে, হাসি কিংবা রসাত্মক কোনো কথা স্বল্প পরিসরে করা যায়, এর জন্য বেশি সময় ব্যয় করা ঠিক নয়।

৪. বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী হবে না

বিনোদনমূলক ব্যবস্থা কোন মতেই ইসলামী শরী'আতের মূলনীতির পরিপন্থী হতে পারবে না। বিনোদনের এ মূলনীতিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম যে সমস্ত কথা, কাজ, আচার-আচরণ ও তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তা কখনো বিনোদনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এককথায়, এ ক্ষেত্রে শরী'আতের মূলনীতির বিরোধিতা থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন-

➤ এমন পন্থায় বিনোদন না করা, যাতে অন্যের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা নিন্দা করা হয় অথবা কারো প্রতি ভয় প্রদর্শন কিংবা অন্যের সম্পদ নষ্ট করা হয়

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسْمِ الْأَسْمِ

^{৫১}. ইবনু মাজাহ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদ, *আস্ সুনান* (দেওবন্দ: কুতুবখানা রশিদিয়া, নতুন প্রকাশ, সনবিহীন), হা. নং. ৪২১৭

^{৫২}. ইবনু হাম্বল, আহমদ ইবনু মুহাম্মদ, *আল্ মুসনাদ*, (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪১৬ হি.), খ. ১৫, পৃ. ৩৮০, হা. নং. ২০৯০৮

أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، فكان طويل الصمت، قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وشيئا من أمورهم فيضحكون رما تبسم.

الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

মুনিগণ কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর কোন নারী যেন অপর নারীদের উপহাস না করে, কেননা হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তাওবা না করে তারা ই যালিম। মুনিগণ, তোমরা অনেক ধারণা করা থেকে বেঁচো থাকো, নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না, তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্ত্রত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।^{৫০}

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলো হলো: ক. কারো প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করা। খ. কাউকে মন্দ নামে ডাকা। গ. কারো ব্যাপারে অহেতুক কু-ধারণা পোষণ করা। ঘ. কারো দোষ অশ্বেষণ করা। ঙ. পরনিন্দা করা।

তামাশাচ্ছলে অন্যের সম্পদ গ্রহণ করা প্রসঙ্গে রাসূল স. বলেন:

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًا

অবশ্যই তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের সম্পদ (দ্রব্য-সামগ্রী) খেলাচ্ছলে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ে না ফেলে।^{৫১}

কোন মুসলিমকে ভয় দেখানো সম্পর্কে তিনি বলেন:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرُوعَ مُسْلِمًا

কোন মুসলিমই অপর মুসলিমকে ভয় দেখানো বৈধ নয়।^{৫২}

^{৫০}. আল-কুরআন, ৪৯ : ১১ - ১২

^{৫১}. আবু দাউদ, সোলায়মান ইবনু আল্ আশ্ আ'স আস্ সাজিশতানী, আস্ সুনান (ঢাকা: ইমদাদিয়া পুস্তকালয়, ১৪২৯ হি.), হা. নং. ৫০০৩

➤ এমন বিনোদন না করা, যাতে অপর ভাইকে কথায় বা কাজে, শারীরিক বা মানসিক কিংবা আর্থিকভাবে কষ্ট দেয়া হয়

মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

যারা বিনা অপরাধে মুনি পুরুষ ও মুনি নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করবে।^{৫৩}

রাসূল স. ইরশাদ করেন, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

মুসলিম সে ব্যক্তি যার মুখ ও হাতের কষ্ট থেকে অপর মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।^{৫৪}

সুতরাং বিনোদনের নামে এমন কর্মকাণ্ড কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যা নানাভাবে মানুষকে কষ্ট দেয় কিংবা কষ্টের কারণ হয়। আমাদের সমাজে দেখা যায়, বিনোদনের নামে আয়োজিত কর্মসূচিগুলো অনেক সময় মানুষের ইবাদত-বন্দেগী পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, অসুস্থ ব্যক্তিকে অস্থির করে তোলে বা মানুষের আরামের ঘুমকে দূর করে দেয়। আবার কোনো কোনো সময় যুব সমাজকে অধ্যয়নের মহান ব্রত থেকে বিচ্যুত করে চরিত্রহীনতার দিকে নিয়ে যায়। এসব কিছু ইসলাম প্রবর্তিত বিনোদন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

➤ বিনোদনের ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া

এ প্রসঙ্গে রাসূল স. বলেন,

ويل للذي يحدث فيكذب، ليضحك به القوم، ويل له، ويل له، ويل له

ঐ ব্যক্তির জন্যে ধ্বংস যে মানুষকে হাসাবার জন্যে এমন কথা বলে, যাতে সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।^{৫৫}

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, মানুষকে আনন্দ বা খুশি করার জন্যে মিথ্যা গল্প-গুজব বলা বা ঘটনা বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা জায়িয় নেই।

➤ বিনোদন যেন এমন না হয়, যাতে সম্পদের অপচয় হয়

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি হলো- যে কোনো বৈধ কাজেও যদি কেউ অপ্রয়োজনীয় খরচ করে, তা অপচয় হিসেবে গণ্য হবে। অতএব, যদি অবৈধ বিষয়ে

^{৫৩}. প্রাণ্ডক্ত, কিতাবুল আদাব, হা. নং. ৫০০

^{৫৪}. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৮

^{৫৫}. বুখারী, আস্ সহীহ, কিতাবুল ঈমান, হা. নং. ১০, কিতাবুর রিক্বাক্ব, হা. নং. ৬৪৮৪

^{৫৬}. আহমদ, আল্ মুসনাদ, হা. নং. ২০০৬৭

অল্পও খরচ করে, তাহলে তাও অপচয় বলে বিবেচিত হবে। প্রথমটিকে কুরআনের ভাষায় ‘ইসরাফ’ (اسراف) এবং দ্বিতীয়টিকে ‘তাবযীর’ (تبذير) বলা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (۲۬) إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (۲۷)﴾

আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।^{৫৯}

আল্ কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতের মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজন, অসহায় ও মুসাফিরদের জন্যে ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে। মানুষের আয়-রোজগার থেকে এসব জরুরী খাতে ব্যয়ের সীমারেখা যেখানে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বিনোদনের মত ‘মুবাহ’ একটি বিষয়ে অযথা ব্যয় মোটেই ইসলামে অনুমোদিত হতে পারে না।

➤ বিনোদন যেন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার মাধ্যম না হয়

ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণকে হারাম ঘোষণা করেছে। বিনোদনের নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে অনৈতিক কাজে জড়ানো ইসলাম স্বীকৃত বিনোদন নয়। ইসলামের শিক্ষা হলো, পুরুষ তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে বিনোদন উপভোগ করবে। পক্ষান্তরে নারীরা নিজ নিজ পরিধিতে ইসলামের সীমারেখা মেনে বিনোদন উদযাপন করতে পারবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

তোমরা তাঁদের (নবী পত্নীদের) কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।^{৬০}

উপর্যুক্ত আয়াতে বিশেষভাবে নবী স. এর পত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্যে প্রযোজ্য। এ বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষের কোন ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেয়া জরুরী হয়ে পড়লে সামনে এসে নেবে না; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে।^{৬১} এ থেকে জানা যায়, নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ তথা অবাধ মাখামাখি কিংবা পর্দাহীনভাবে উঠাবসা বা চলাফেরা ইসলামে

^{৫৯}. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭

^{৬০}. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৩

^{৬১}. শফী’ মুফতী মুহাম্মদ, মা‘আরিফুল কুরআন, পৃ. ১০৯২

নিষিদ্ধ। কাজেই বিনোদনের নামে ইসলাম এমন কোন তৎপরতা বা আয়োজনকে সমর্থন দেয় না, যাতে নারী-পুরুষের পারস্পরিক পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হয়।

➤ বিনোদন এমন হবে না, যা ব্যক্তিকে শরীয়ত কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব অথবা সামাজিক দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখে

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বিনোদন মানুষের মুখ্য বিষয় নয়; বরং আনন্দময় জীবনের একটি সহায়ক উপায় মাত্র। এ জন্যে বিনোদনের যে সমস্ত উপায়-উপকরণ মানুষকে সৃষ্টির বন্দেগী থেকে গাফিল করে এবং সামাজিক নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী করে তুলে, সর্বোপরি যা মানুষকে হারামের দিকে ধাবিত করে- এ রকম বিনোদন ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিশিষ্ট গবেষক আবু যুহরা রহ. বলেন:

وذلك لأنّ الشارع إذا كلّف العباد أمرا فكل ما يتعين وسيلة إليه مطلوب ، وإذا نهي الناس عن أمر فكل ما يؤدي إلي الوقوع فيه حرام أيضا.

শরী‘আতপ্রণেতা যখন বান্দাহর ওপর কোন বিষয় পালন করা বাধ্যতামূলক করে দেন, তখন ঐ বিষয় পালনের যা মাধ্যম তাও বান্দাহর কাছ থেকে প্রত্যাশিত। পক্ষান্তরে যখন শরী‘আতপ্রণেতা কোন বিষয় থেকে মানুষকে নিষেধ করেন, তখন ঐ নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি যে সব বিষয় ব্যক্তিকে ধাবিত করে তাও হারাম হিসেবে গণ্য।^{৬২}

➤ বিনোদন যেন বিনোদনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির জন্যে ক্ষতিকর না হয়

বিনোদন চর্চা করতে গিয়ে যদি তা ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি সাধনের কারণ হয়, তাহলে এটি ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন:

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ইসলামী নীতি নয়।^{৬৩}

বিনোদন যদি মানুষের জীবনে লাভের চেয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কেননা ইসলামী শরী‘আতের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি হলো:

درء المفسد مَقْدَم علي جلب المصالح

ক্ষতি দূর করা কল্যাণ লাভের ওপর প্রাধান্য পাবে।^{৬৪}

^{৬২}. মুহাম্মদ আবু জোহরা, ইবনু হাম্বল হায়াতুল ওয়া ‘আসরুল ওয়া ‘আরা’উল আল ফিকহিয়াহ (কায়রো: দারুল ফিকরি, ২০০৮ খি.) পৃ. ৩১৪

^{৬৩}. আহমদ, আল মুসনাদ, হা. নং. ২৮৬৭

^{৬৪}. আবুল হারিছ মুহাম্মদ সিদ্দিকী ইবনু আহমদ আল বু’রনু, আল ওয়াযীজ ফি ই’দাহি ক্বাওয়াদিল ফিকহি আল কুল্লিয়াহ (বেরুত: মুআসাসাতু আর্ রিসালাহ, ১৯৯৬ খি.), পৃ. ২৬৫

সুতরাং এ মূলনীতির ভিত্তিতে বলা যায়, বর্তমানে প্রচলিত মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তিখেলা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। কারণ, এ সব খেলার বর্তমান পদ্ধতিতে খেলোয়াড়দের অঙ্গহানি, এমনকি মৃত্যুর সম্ভাবনাও থাকে।

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগের বিনোদনের বিভিন্ন ধরন

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলামের এ পূর্ণাঙ্গতা রাসূল স. এর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। ইসলামের প্রতিটি বিধানের পেছনে রয়েছে কিছু হিকমত ও লক্ষ্য। সে হিসেবে রাসূল স. এর যুগে প্রচলিত বিনোদনেরও সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য বিদ্যমান ছিল। যেমন-

১. সমাজের সর্বক্ষেত্রে আনন্দঘন পরিবেশ বজায় রাখা

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে চিন্তা-পেরেশানি দূরীভূত করে মনের মধ্যে প্রফুল্লতা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে বিনোদন ব্যবস্থার আয়োজন করা হতো। সাথে সাথে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলাম ও সমাজ সেবায় উপযোগী করে গড়ে তোলাও বিনোদনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ইবনু 'উমার থেকে রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূল স. বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অশ্বগুলোর দৌড়প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। (প্রতিযোগিতার স্থান ছিল) হাইফা থেকে ছানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত। অন্য দিকে, যে ঘোড়াগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় সেগুলোর দৌড়প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন ছানিয়্যাতুল বিদা থেকে বনু যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত।

ইবনু 'উমার রা.ও সে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।^{৬৫}

২. রাসূল স. ও সাহাবা কিরামের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করা

রাসূল স.-এর যুগে বিনোদনের একটি বড় লক্ষ্য ছিল, যেন তাঁর ও সাহাবা কিরামের মাঝে পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। সালামা ইবনুল আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

একবার রাসূলুল্লাহ স. আসলাম গোত্রের একদল সাহাবীর পাশ দিয়ে গেলেন, যারা তীরন্দাজি করছিল, রাসূল স. তাঁদেরকে বললেন, হে ইসমাইলের বংশধর, তোমরা তীরন্দাজি করো, কেননা তোমাদের পিতা ছিলেন তীরন্দাজ। তোমরা তীর নিক্ষেপ করো, আমি অমুক গোত্রের সাথে আছি। রাসূল স.-এর এ কথা বলার পর তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় রত একদল লোক তীরন্দাজি থেকে বিরত থাকলো। অতঃপর রাসূল স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো, তোমরা

^{৬৫} মুসলিম, *আস্ সহীহ*, কিতাবুল ইমারাত, হা. নং. ৪৯৫০

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيال التي قد أضمرت من الخفاء، وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الي مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق بها

তীরন্দাজি করছো না কেন? তাঁরা বললেন, আমরা কিভাবে তীরন্দাজি করবো, আপনি যে তাদের সাথে? তখন রাসূল স. বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করো, আমি তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আছি।^{৬৬}

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায়, রাসূল স. স্বীয় সাহাবা কিরামের সাথে এভাবে মিশতেন, যাতে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত হয় এবং রাসূল স. এর সাথে তাঁদের প্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

৩. পরিবার-পরিজনকে আনন্দ দান ও সম্পর্ক গাঢ় করা

রাসূলুল্লাহ স.-এর কিছু বিনোদনকর্ম এমন ছিল, যাতে পরিবার-পরিজনকে আনন্দ দান ও তাঁদেরকে প্রফুল্ল করা হতো। উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা এ বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি বলেন:

আমরা একবার রাসূল স.-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলাম, রাসূল স. আমাকে বললেন, আস! আমি তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিই। 'আয়িশা রা. বলেন, সেই প্রতিযোগিতায় রাসূল স.কে পিছনে ফেলে আমি বিজয়ী হই। এ ঘটনার পর অন্য এক সফরে আমি রাসূল স. এর সাথে কোন এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলাম। রাসূল স. আমাকে বললেন, আস! তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিই। 'আয়িশা রা. বলেন, এবারের প্রতিযোগিতায় রাসূল স. আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে বিজয়ী হলেন। অতঃপর রাসূল স. আমার স্কন্ধে (হাত) রেখে বললেন, এ বিজয় ঐ (আগেরবার) তোমার বিজয়ী হওয়ার বদলায়।^{৬৭}

উপর্যুক্ত বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, রাসূল স. পরিবার-পরিজনকে আনন্দ দানের জন্যে মাঝে-মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতাসহ নানা আনন্দদায়ক বিষয়ের অবতারণা করতেন, যা ছিল শরীয়তের সীমারেখার মধ্যেই।

'উক্বা ইবনু আমির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল স. ইরশাদ করেন:

كلّ شئ يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهم من الحق

^{৬৬} বুখারী, *আস্-সহীহ*, হা. নং. ২৭৪৩

مرّ النبي صلى الله عليه وسلم علي نفر من أسلم ينتضلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني اسماعيل فإن اباكم كان راميا، ارموا وانا بني فلان، قال: فأمسك احد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فانا معكم كلكم

^{৬৭} আহমদ, *আল্ মুসনাদ*, হা. নং. ২৪১৬৭

প্রত্যেক খেলাই বাজে কাজ (অর্থহীন), তবে কেউ তার তীর নিয়ে তীরন্দাজি শিখে, তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং নিজের স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা ও ফুর্তি করে (তাহলে দোষ নেই)। কেননা এ কাজগুলো হক্ব বা সুসংগত কাজ।^{৬৮}

৪. মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা

বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড- চর্চার মাধ্যমে মানুষের শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখা যায়। মানুষের দৈহিক সক্ষমতা বহাল রাখতে ইসলাম মানুষকে উৎসাহিত করেছে। কারণ, শারীরিক সবলতা ও সুস্থতা ব্যক্তির সামগ্রিক দায়-দায়িত্ব পালনে খুবই জরুরী। এ প্রসঙ্গে রাসূল স. ইরশাদ করেন:

المؤمن القوي خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلّ خير

দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন অনেক উত্তম ও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, সবার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।^{৬৯}

৫. দীন ইসলামের উদারনৈতিকতা প্রমাণ করা

রাসূল স. এর যুগে প্রচলিত বিনোদনের আরেকটি লক্ষ্য ছিল, মানুষকে এ কথা বোঝানো যে, ইসলামের বিধি-বিধান উদারনৈতিক ও প্রশস্ত। এতে কোন সংকীর্ণতা বা সীমালংঘন নেই। ইসলামে রয়েছে মানুষের প্রতিভা বিকাশের সুন্দর সুযোগ। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো- রাসূল স. তাঁর স্ত্রী ‘আয়িশা রা.-এর সাথে খেলাধুলা, তাঁর কন্যা ও মহিলা সাহাবীগণের খেলার সুযোগ করে দেয়া ইত্যাদি। উম্মুল মু‘মিনীন ‘আয়িশা রা. বলেন:

كنت أعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي

আমি নবী স.-এর উপস্থিতিতে ছোট বালিকাদের সাথে পুতুল সাজিয়ে খেলতাম, আমার কিছু সঙ্গিনী ছিলো, যারা আমার সাথে খেলতো, যখন রাসূল স. ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তারা দৌড়ে পালাতো। রাসূল স. তাদেরকে ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তখন তারা আমার সাথে খেলতো।^{৭০}

^{৬৮} আবু আত্ তায়িব মুহাম্মদ শামসুল হক আল্ ‘আজীমাবাদী, ‘আউনুল মা’বুদ (মদীনা: আল্ মাক্তাবাতু আস্ সাল্ফিয়াহ, ১৯৬৮ খি.) খ. ৭, পৃ. ১৯০

قالت عائشة رضـ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فزلنا منزلاً، فقال لها: تعالي حتى اسابقك قالت: فسابقته فسبقته وخرجت معه بعد ذلك في سفر آخر، فزلنا منزلاً، فقال: تعالي حتى

اسابقك، قالت: فسبقتني، فضرب بين كفتي وقال: هذه بتيك

^{৬৯} মুসলিম, আস্-সহীহ, কিতাবুল ক্বাদর, খ. ২, পৃ. ৩৩৮

^{৭০} বুখারী, আস্-সহীহ, কিতাবুল আদাব, হা. নং. ৬১৩০

অপর বর্ণনায় এসেছে, হাবশীরা যখন মসজিদে নববীতে তীরন্দাজি করছিল, তখন রাসূল স. তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

لتعلم يهود أنّ في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنفية سمحة

যাতে করে ইয়াহুদীরা জানতে পারে যে, আমাদের দীনে প্রশস্ততা আছে আর আমি প্রেরিত হয়েছি তাওহীদি চিন্তা-চেতনাপুস্ত সরল-সহজ উদার দীন সহকারে।^{৭১}

ইসলামে বিনোদনের বিভিন্ন ধরন

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা ও দাবি পূরণে সুস্থ, সুন্দর ও যৌক্তিক পন্থা উপস্থাপন করেছে। জীবনের কোন দিক ও বিভাগ ইসলামে উপেক্ষিত নয়। এ হিসেবে আমরা দেখি, ইসলাম মানুষের চিত্ত বিনোদনের জন্যে সুস্থ ধারার এমন অনেক পদ্ধতি ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করেছে, যাতে কোন সীমালংঘনও নেই এবং যা দ্বারা মানুষের কোন মৌলিক কর্ম সম্পাদনে ব্যাঘাতও ঘটে না। নিম্নে বিনোদনের কিছু ধরন তোলে ধরা হলো, যেগুলোর প্রমাণ ও অস্তিত্ব ইসলামের সোনালি যুগে পাওয়া যায়।

১. পরিমিত হাসি

মানুষ আনন্দের সময় হাসে। হাসি হচ্ছে এক প্রকার মুখমণ্ডলীয় বহিঃপ্রকাশ, যা সচরাচরভাবে মুখের নমনীয় পেশীকে দু পাশে প্রসারিত করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। মুখমণ্ডল ছাড়াও চোখের মধ্যেও হাসির বহিঃপ্রকাশ ফুটে উঠতে পারে। হাসি আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের প্রতি এক বড় নিয়ামত। হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মানুষের সাথে কথা বলা রাসূল স. এর আদর্শ। মানুষের হাস্যোজ্জ্বলভাবে কথা বলে সময় কাটানোতে তার স্বাস্থ্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, হাসি শুধুমাত্র চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং হাসিমুখে কথা বলা আমাদের প্রিয়নবী স.-এর সুনাতও। তিনি সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। হাদীসে একে অপরের প্রতি মুচকি হাসাকে সাদ্কাহ (صدقة) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, تَسْمُكٌ فِي وَجْهِهِ أَنْ كَثُرَ الضَّحْكَ -“তোমার ভাইয়ের প্রতি মুচকি হেসে কথা বলাটা সাদ্কাহের সমতুল্য।”^{৭২} তবে এ ক্ষেত্রে ইসলাম সীমালংঘনকে পছন্দ করে না। তাই মাত্রাতিরিক্ত হাসাহাসি কিংবা হাসানোকে ইসলাম বরাবরই নিরুৎসাহিত করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, إن كثرة الضحك تميمت القلب -“অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।”^{৭৩}

^{৭১} ইমাম আহমদ, আল্ মুসনাদ, হা. নং. ২৬০০৪

^{৭২} প্রাগুক্ত, হা. নং. ১৯৫৬ (আব্ ওয়াবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ)।

^{৭৩} প্রাগুক্ত, হা. নং. ২৩০৫ (আব্ ওয়াবু আয্ যুহদি ‘আন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আ‘লাইহি ওয়া সাল্লাম)।

২. কৌতুক ও রসাত্মক কথা

কৌতুক করা মানে আমোদ ও মজা করা, আনন্দ উপভোগ করা। শারী‘আতের সীমারেখা অনুসরণ করে কৌতুক করা এবং রসাত্মক কথা বলে মজা করা ইসলামে দৃষ্ণীয় নয়। এ ক্ষেত্রে শারী‘আতের নির্দেশনা হলো- কৌতুক সত্যনির্ভর হবে এবং এর মাধ্যমে কারো মান-সম্মান হরণ হবে না কিংবা কারো প্রতি বিন্দ্রপ প্রকাশ পাবে না। কাজেই বিনোদনের নামে এমন কোন কৌতুকের আশ্রয় নেয়া যাবে না, যাতে মিথ্যার সংমিশ্রণ রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরাইরা রা. বলেন, একবার সাহাবীগণ রাসূল স.কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদের সাথে তো রসাত্মক কথাবার্তা বলছেন! তখন তিনি বললেন, لا أقول إلا حقا ___আমি তো সত্য কথাই বলছি।^{৭৪}

রাসূলুল্লাহ স. এ উক্তির মাধ্যমে সাহাবা কিরাম র.-এর মধ্যে প্রচলিত একটি ভুল ধারণার অপনোদন করেছেন। সাহাবীগণ মনে করতেন, হাসি-আনন্দ প্রকাশ কিংবা বৈধ উপায়ে মজা করা রাসূল স. এর জন্য মোটেও শোভনীয় নয়। তাই তাঁরা রাসূল স.কে কৌতুক করতে দেখে তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি দেখি আমাদের সাথে কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা বলছেন! রাসূল স. তাঁদের ভুল ধারণা দূরিকরণার্থে বললেন, আমি তো সত্য কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলি না।

৩. সাঁতারকাটা

প্রতিদিন কিছু না কিছু ব্যায়াম বা শরীরচর্চা স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো। ব্যায়ামের মধ্যে হাটা, দৌড়ানো, সাইক্লিং, সাঁতারকাটা ইত্যাদি রয়েছে। যারা নিয়মিত পানিতে সাঁতার কাটে, তাদের হার্টবিট ভালো থাকে। সাঁতার কাটা চিত্ত বিনোদনের একটি মাধ্যম। এতে শরীরের ব্যায়াম যেমন হয়, তেমনি আনন্দ উপভোগও করা যায়। সাঁতার কাটলে শরীর পুষ্ট হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সাঁতার কাটা ‘মুবাহ’ অর্থাৎ বৈধ কাজ। ক্ষেত্র বিশেষে এটি মানুষের জন্যে জরুরীও হয়ে পড়ে। সাইয়িদুনা জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

كل شئ ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو او سهو إلا اربع خصال : مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة

প্রত্যেক বিষয়ই- যাতে আল্লাহর যিকর (স্মরণ) নেই তা- খেলতামাশা হিসেবে গণ্য হবে, তবে চারটি কাজ এর ব্যতিক্রম। তা হলো- দু’টি লক্ষ্যপানের মাঝে ব্যক্তির

^{৭৪} . তিরমিযী, আল্ জামি‘ আস- সুনান, অধ্যায়: আল্ বিব্বু ওয়াস্ সিলাহ, পরিচ্ছেদ: আল মিযাহ, হা. নং. ১৯০৯

হাটা, ব্যক্তির ঘোড়া লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ দান, স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ করা ও সাঁতার কাটা শিক্ষা দেয়া।^{৭৫}

সাইয়িদুনা ‘উমার রা. আবু উবাইদা ইবনুল জারুরাহ রা. এর প্রতি লিখিত এক চিঠিতে বাচ্চাদেরকে সাঁতার কাটা শিক্ষা দানের নির্দেশ দান করেন।^{৭৬}

৪. হাঁটা ও দৌড় প্রতিযোগিতা

সুস্থ শরীর ও মনের জন্যে কোনো না কোনো ধরনের শরীরচর্চা প্রয়োজন। পরিমিত ব্যায়াম এবং সে সাথে সুমিত পানাহার হলো শরীর ও মন সতেজ রাখার অন্যতম মাধ্যম। এ ছাড়া অবসর কালক্ষেপণের একটি ভালো উপায় হলো ব্যায়াম করা। আর হাঁটা ও দৌড়ানো হলো একটি সহজ-সরল ব্যায়াম। ইসলাম যেহেতু একজন মুমিন ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে, সে কারণে হাঁটা ও দৌড়ানোর বিষয়টিও ইসলামে উপেক্ষিত নয়; বরং এ দুটির মাধ্যমে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করা ইসলামে সুপ্রমাণিত। এর দ্বারা ইসলাম মানুষকে হাঁটা ও দৌড়ানোর প্রতি উৎসাহিত করেছে। কারণ, এর মাধ্যমে শরীরচর্চা ও বিনোদন উভয়টিই অর্জিত হয়। রাসূল স. এর সোনালি যুগে আমরা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। সাহাবা কিরাম রা.-এর মধ্যেও এ প্রতিযোগিতা সচরাচর চলত। রাসূলুল্লাহ স. নিজেও সচরাচর হাঁটতেন এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। উম্মুল মু‘মিনীন ‘আয়িশা রা. বলেন, তিনি কোনো এক সফরে রাসূল স.-এর সাথে ছিলেন, এ সময় একবার আমি রাসূল স.-এর সাথে হাঁটাচাটির প্রতিযোগিতা দিয়ে জিতে গেলাম। অতঃপর যখন আমার শরীর মোটা হলো, তখন তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় তিনি আমার ওপর বিজয়ী হয়ে বললেন, هذه بتلك -“ এটা ঐ দিনের প্রতিযোগিতার বদলায়।”^{৭৭}

৫. ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা

ঘোড়ায় আরোহণ ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা আনন্দ- আহলাদ ও চিত্ত বিনোদনের একটি উপায়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির শারীরিক ব্যায়াম হয়। ইসলাম এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রা. বলেন, নবী করীম স.

^{৭৫} আন্ নাসাঈ, আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনু শোয়াইব, সুনান আন্ নাসাঈ, (কিতাবু ইশরাতুন নিসা), ইবনু মাজাহ, আস্ সুনান, হা. নং. ২৮১১

^{৭৬} আহমদ, মুসনাদ, (মুসনাদু ওমর ইবনিল খাত্তাব র.), খ.১, হা. নং: ৩২৩

كتب عمر رضـ الى ابي عبيدة بن الجراح رضـ ان علموا غلمانكم العوم مقاتلتكم الرمي

^{৭৭} আবু দাউদ, আস- সুনান, অধ্যায়: আল্ জিহাদ, পরিচ্ছেদ: (السبق على الرجل), হা. নং: ২৫৭৮

لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسأقته علي رجلي فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك

ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। যেটি জিতেছে, সেটিকে পুরস্কারও দিয়েছেন।^{৭৮} সাইয়িদুনা ‘উমার আঞ্চলিক প্রশাসকদের লক্ষ্য করে বলেন,

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السَّبَاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَمُرُوهُمْ فَلَيبُوا عَلَيَّ ظُهُورَ الْخَيْلِ وَثَبَا —

তোমরা আমাদের সন্তানদেরকে সাঁতারকাটা ও তীরন্দাজি শিক্ষা দাও। ঘোড়ার পিঠে লম্প দিয়ে উঠে শক্ত হয়ে বসতেও তাদের অভ্যস্ত করো।^{৭৯}

৬. উষ্ট্রারোহণ ও এর প্রতিযোগিতা

ঘোড়ার মত উষ্ট্রের পৃষ্ঠেও মানুষ আরোহণ করে বিনোদন উপভোগ করতে পারে। ইসলামে উষ্ট্রের ওপর আরোহণ এবং এর প্রতিযোগিতা দেওয়া বৈধ। রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবা কিরাম রা. উষ্ট্রের ওপর আরোহণ করেছেন।

৭. মল্লযুদ্ধ

মল্লযুদ্ধ বা কুস্তি এবং এর প্রতিযোগিতা বিনোদনের একটি উপায়। এতে রয়েছে সামরিক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন, শারীরিক যোগ্যতা অর্জন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দীক্ষা। এ ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত নিয়ম-কানুন মেনে চলে একে উপভোগ্য করে তোলা ইসলামে অনুমোদিত। রাসূলুল্লাহ স. নিজেও প্রসিদ্ধ কুস্তিগির রুকানার সাথে কুস্তি করেছিলেন এবং তাঁকে ধরাশায়ী করেছিলেন।^{৮০} তবে বর্তমানকালে প্রচলিত কুস্তি, যা বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে সারাঞ্চণ প্রদর্শিত হচ্ছে তা ইসলামে বৈধ নয়। কারণ এতে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে অবলীলায়। যেমন- এতে সতর অনাবৃত রেখে খেলা হয়, অন্যেকে প্রচণ্ড আঘাত করা হয়, এতে কোনো কোনো সময় অঙ্গহানি ঘটে, অনেক সময় অন্ধত্ব বরণ করতে হয়, কখনো তা মৃত্যুরও কারণ হয়ে থাকে।

৮. প্রাণী শিকার

প্রাণী শিকার বড় উপকারী এবং কল্যাণময়। এ কাজে যেমন সামগ্রী মেলে, উপার্জন হয়, তেমনি তা ব্যায়াম চর্চাও বটে।^{৮১} আরব ও পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলোর বিপুল

^{৭৮} আল-কারযাতী, ইউসুফ, ইসলামের হালাল হারামের বিধান, মগবাজার-ঢাকা: খাইরম্ন প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ৪০৩

^{৭৯} প্রাণ্ডক্ত, (কিতাবুল জিহাদ)।

^{৮০} আবু দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়: আল্ লিবাস, পরিচ্ছেদ: আল্ ‘আমা’ইম, হাদীস নং. ৪০৭৮

عن ابي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن ابيه ان ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم

^{৮১} ড. ইউসুফ আল কারযাতী, ইসলামের হালাল হারামের বিধান, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ : খাইরম্ন প্রকাশনী,-১৯৮৪, পৃ. ৪০৪

সংখ্যক লোকই এ শিকার কর্মের ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করছে। এ জন্যে কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ফিক্হ গ্রন্থ রচয়িতাগণ নিজ নিজ গ্রন্থে ‘শিকার’ বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন। তাঁরা এর মধ্যে কি হালাল ও কি হারাম, এ ক্ষেত্রে কি ওয়াজিব ও কোনটি মুস্তাহাব তা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইসলাম আনন্দ-উপভোগ কিংবা বিনোদনের মানসে প্রাণী শিকার করা মাকরুহ সাব্যস্ত করেছে। তাছাড়া কেবল খেল তামাশার মানসিকতা নিয়ে প্রাণী শিকার বৈধ নয়। এক্ষেত্রে একজন মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হলো, আল্লাহর দেয়া পবিত্র রিয়ক তালাশের নিয়্যাত করে প্রাণী শিকার করা, যাতে তার হালাল উপার্জনের সাথে সাথে মনের আনন্দ এবং চিত্তের বিনোদনও হয়ে যাবে।

৯. ভ্রমণ করা

দেশ ভ্রমণ করে মানুষ অনেক অজানা জিনিসের সন্ধান পায় এবং বহুরকম অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। ভ্রমণের মাধ্যমে জীবনের একঘুঁয়েমি ভাব দূর করে মানুষ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। সাথে সাথে এতে মানুষের জ্ঞানের পরিধি সমৃদ্ধ হয়, মহান আল্লাহর নয়নাভিরাম অপরূপ সৃষ্টিরাজি অবলোকন করে তাঁর অপার শক্তি ও মহানত্ব অনুভব করতে পারে। এভাবে মানুষ মহান রবের শুকরিয়া আদায়ে সচেষ্ট হয়। দেশ ভ্রমণ করার ফলে মানুষের সামনে ভেসে উঠে যুগে যুগে অভিশপ্ত জাতি-গোষ্ঠীর ভয়াবহ পরিণতির নিদর্শনাবলি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

তারা কি এ উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে। বস্ত্রত চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু ববস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।^{৮২}

১০. তীরন্দাজি করা

চিত্ত বিনোদনের একটি অন্যতম উপায় হলো তীরন্দাজি। ঐতিহাসিকভাবে তীরন্দাজি মূলত পশু শিকার ও যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করা হয়। ইসলামে তীর নিক্ষেপণ শরীয়ত সম্মত একটি খেলা ও প্রশিক্ষণমূলক বিষয়। এটা ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল খেলা ও হাস্য-কৌতুকের ব্যাপারই নয়; বরং তা হলো শক্তি-সামর্থ্য অর্জন, প্রকাশ ও প্রমাণের অন্যতম মাধ্যমও। রাসূল স. যখন সাহাবা কিরামকে তীর নিক্ষেপণে মশগুল দেখতেন, তখন তিনি সর্বোতভাবে তাঁদের উৎসাহিত করতেন।

^{৮২} আল-কুরআন, ২২ : ৪৬

রাসূল স. বলতেন, *ارموا وأنا معكم كلكم* -“তোমরা তীর নিক্ষেপ করো, আমি তোমাদের সকলেরই সাথে আছি।”^{৮৩}

১১. ভার উত্তোলন করা

শারীরিক সবলতা ও সুস্থতা অর্জন ইসলামে একটি কাঙ্ক্ষিত বিষয়। যে সমস্ত অনুশীলন ও শারীরিক কসরত মানুষকে সর্বম ও সুস্থ রাখে, তার মধ্যে ভার উত্তোলন ও বহন অন্যতম। এটা একটি বৈধ খেলা ও চিত্ত বিনোদনের সুন্দর উপায়ও। ইসলামের সীমারেখা মেনে চলে সীমিত পরিসরে একজন মুমিন ব্যক্তি নিজের জীবন সচল ও সুস্থ রাখার মানসে ভার বহন বা উত্তোলন চর্চা করলে, সেটা একদিকে যেমন শারীরিক ব্যায়াম হবে, তেমনিভাবে তা বৈধ একটি বিনোদন ব্যবস্থা হিসেবেও গণ্য হবে।

১২. কবিতা আবৃত্তি

কবিতা আবৃত্তি এবং তা শ্রবণের মাঝে রয়েছে আনন্দ উপভোগের এক প্রকার উপাদান। এটি মানুষকে আকর্ষণ করে, ঝাঁক-প্রবণতা সৃষ্টি করে এবং যে কোনো বিষয়ের প্রতি মোহিত করে তোলে। সমাজ, ব্যক্তি ও সৃষ্টিজগতের নানা বিষয়কে কবি তার মনোবীণায় ঝংকৃত করে কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকেন। মানুষ অবসর সময়ে আনন্দ-আহ্লাদ প্রকাশের নিমিত্তে সুন্দর অর্থ সম্পন্ন ও রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি কিংবা কবিতার আসর জমিয়ে বিনোদন উদযাপন করতে পারে। কবিতা আবৃত্তি ইসলাম সম্মত বিনোদনের একটি বৈধ উপায়ও। রাসূল স. অর্থপূর্ণ ও ভাল কবিতা রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন। রাসূল স. হযরত হাসান ইবনু সাবিত র. কে আল্লাহর রাসূলের প্রশংসা ও কাফিরদের নিন্দার জবাবে কবিতার রচনার জন্যে উৎসাহিত করেছেন এবং তাঁর জন্যে দু’আ করেছেন।^{৮৪}

১৩. ইসলামী সংগীত

ইসলামী সঙ্গীত বলতে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও বিধি-বিধান অক্ষুণ্ণ রেখে দীনী ভাবধারায় রচিত ও বাদ্যযন্ত্র বর্জিত গানকে বোঝানো হয়। এ জাতীয় সঙ্গীত একদিকে মানুষকে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করে, অপরদিকে মানুষ অবসর সময়ে এরূপ সঙ্গীত চর্চা বা শ্রবণ করে বিনোদন উপভোগ করতে পারে। প্রচলিত নানা অশ্লীল গান-বাজনা ও বেহায়াপনার বিপরীতে ইসলামী গান ও সঙ্গীত চর্চা জাতীয় বৃহত্তর কল্যাণে খুবই দরকার।

^{৮৩} বুখারী, *আল্ জামি’ আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল্ আশিয়া, পরিচ্ছেদ: *واذكر في قول الله تعالى: واذكر في*

الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد হা. নং. ২৭৪৩

^{৮৪} মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ আল্ খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, হা. নং. ৪৫৭৮

عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت: *اهج المشركين، فان جبريل معك*

১৪. বই পড়া

বই পড়া চিত্ত বিনোদনের একটি অন্যতম উপায়। ভাল বই ব্যক্তির নির্জনতার সাথী। বই-পুস্তক জ্ঞান বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। বই পাঠ যেমন ব্যক্তির মনকে আমোদিত ও প্রফুল্ল করে, তেমনিভাবে জ্ঞানের পরিধিকে করে বিস্তৃত। ব্যক্তি জীবনের সর্বোত্তম সময় হলো যা অধ্যয়নে অতিবাহিত করে। বই মানুষের এমন সঙ্গী, যা সাথীকে প্রলোভন দেখায় না, কৌশলের আশ্রয়ও নেয় না। মূলত বই ব্যক্তির একাকিত্বের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এটি হলো কৌতুক, হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ-আহ্লাদ ও নানা রসপূর্ণ বিষয়ে ভরপুর এক অনন্য আধার। এভাবে দেখা যায়, যে কোন ঘটনার আকর্ষণীয় বিবরণ ব্যক্তিকে আলোড়িত করে। কবিতা কিংবা উপকারী বই-পুস্তকের নিবিড় অধ্যয়ন তার হৃদয়-মনে শান্তির আবহ গড়ে তোলে। এ জন্যে জ্ঞনগর্ভ ও রমচিশীল বই পাঠের মাধ্যমে মানুষ মনের আনন্দ ও আত্মার তৃপ্তি লাভ করতে পারে। তবে যে সমস্ত বই-পুস্তক অশ্লীল ও বাজে কথাবার্তায় ভরপুর, তা একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্যে পাঠ করা বৈধ হতে পারে না। কারণ, এতে ব্যক্তির চরিত্র ও নৈতিক মান ভুলুষ্ঠিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান।

উপসংহার

ইসলাম উপস্থাপিত বিনোদন ব্যবস্থা সত্যিই মানবজাতির জন্যে কল্যাণকর এবং ভারসাম্যপূর্ণ। এতে মানুষের স্বভাবজাত চাহিদার প্রতি যেমন দৃষ্টি দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে তা প্রণীত হয়েছে নৈতিকতার সীমারেখা অক্ষুণ্ণ রেখে। বিনোদনের প্রচলিত মাধ্যমগুলো যেখানে মানুষকে নানারকম অনৈতিক, অশালীন ও অশোভন কাজের দিকে ধাবিত করে, সেখানে ইসলামী বিনোদনমূলক উপায়গুলো মানুষকে সত্য, সুন্দর, শোভন ও মার্জিত আচার-আচরণে অভ্যস্ত করে তোলে। ইসলাম মানুষের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে নিষেধ করে না বটে; কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, তা যেন কোনো মতেই সততা ও বাস্তবতার পরিপন্থী না হয়। বিনোদন হবে মানুষের কাছে গৌণ একটি বিষয়, তা কখনো মানুষের নিকট মুখ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারবে না। মানুষ তার মৌলিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে ক্লাস্ত-শ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে, তা কাটিয়ে উঠতে অবসর সময়ে বৈধতার সীমারেখা অটুট রেখে একটু আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করতে পারবে। এতে তার শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। এ কারণেই ইসলাম সুস্থ ধারার বিনোদন ব্যবস্থাকে ‘মুবাহ’ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। রাসূল স. ও সাহাবা কিরামের সময়কালে শালীন ও রুচিশীল বিনোদনের চর্চার প্রমাণ আমরা উল্লেখ করেছি। রাসূল স. সাহাবা কিরামের সাথে আনন্দপূর্ণ ও রসাত্মক অথচ সত্য কথা বলতেন, এতে তাঁরা আনন্দবোধ করতেন।